জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নয়া বিচারপতি

কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন তপোব্রত চক্রবর্তী। প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের অবসরের পর থেকে তিনি দায়িত্ব সামলাবেন

ভারী বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা সহ ১০ জেলায় হলুদ সতর্কতা। সর্বোচ্চ ২০০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। আগামী সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি। তাপমাত্রা খানিকটা কমবে

চাপে নতিস্বীকার, যোগ দিবসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়

আমেদাবাদে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী নিট পরীক্ষার্থী

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৯ ● ২০ জুন, ২০২৬ ● ৫ আষাঢ় ১৪৩৩ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 22, Issue - 19 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 20 JUNE, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

স্তব্ধ এখন ব্যস্ততম রেড রোড

কোটি কোটি খরচ মেগা যোগ শোয়ে

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী যোগব্যায়াম করবেন। তাঁকে অনুসরণ করবেন বিজেপির তামাম নেতা-নেত্রী। রাজ্যের নতুন সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ২১ জুন রবিবার এই যোগাকে মোদির মেগা শোয়ে পরিণত করার। তার জন্য শহর কলকাতায় শুরু হয়েছে রাজসূয় যজ্ঞ। রেড রোড ও তার সংলগ্ন অঞ্চল তো আছেই, চমক বাড়াতে দক্ষিণের সুন্দরবন ও উত্তরের ২৪ পরগনা জেলা থেকে বাবুঘাটে জড়ো করা হচ্ছে কয়েকশো ভুটভুটি-লঞ্চ ও নৌকা। শুক্রবার রাতের মধ্যেই এরা পৌঁছে যাবে বাবুঘাট-প্রিন্সেপঘাট-মিলেনিয়াম পার্ক চত্বরে। রবিবার এই নৌকার ওপর হবে যোগ-চর্চা। যার জন্য শুধু ডিজেল-বাবদ খরচ হবে ৪ কোটি টাকারও বেশি। সঙ্গে রয়েছে নৌকার ভাড়া ৩ হাজার ১০০ টাকা। আর নৌকার লোকজনদের খাওয়া খরচ-বাবদ দিনে ৩০০ টাকা। এ তো গেল শুধু নৌকার খরচ। এক-একটি নৌকা ১০ লিটার করে তেল পাবে। এর বাইরে রয়েছে রেড রোড ও তার আশপাশের অঞ্চলের সজ্জা, বিশাল নিরাপত্তার বন্দোবস্ত। সব মিলিয়ে শুধু একদিনের কয়েক ঘণ্টার জন্য যোগা করতে বিজেপি খরচ করছে কোটি কোটি টাকা। অথচ এই প্রধানমন্ত্রী পেট্রোল-ডিজেল বাঁচাতে দিল্লিতে বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে সপ্তাহে দু-তিনদিন ওয়ার্ক ফ্রম হোমের পরামর্শ দিয়েছেন। গাড়ির ব্যবহার করতে সরকারি আমলাদের একসঙ্গে বাসে যাতায়াত করানো হচ্ছে। পেট্রোপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কোনও পথ বাতলাতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। সেখানে চোখে লাগার মতো চমক ও খরচ করতে দ্বিধা করছে না বিজেপি। এখানেই শেষ নয়। এই যে ভুটভুটি, লোকজন সব (এরপর ৬ পাতায়)

স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে কড়া বার্তা

সংবিধান বিরোধী কাজ করেছেন বেইমান ২০ সাংসদ : অভিষেক

প্রতিবেদন : তৃণমূলের প্রতীকে জিতে ২০ জন সাংসদ বেইমানি করেছেন। সমস্ত নীতি-নৈতিকতা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থের জন্য তাঁরা এই কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই কাজ সংবিধান বিরোধী। এঁদের সাংসদ পদ খারিজ হওয়া উচিত। শুক্রবার লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর এভাবেই কড়া আক্রমণ শানালেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এই ২০ জনের কাছে তো তৃণমূল কংগ্রেস খারাপ! তবে তৃণমূলের প্রতীকে জিতে অন্য দলে মার্জার না করে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফের জিতে আসুন না যে কোনও দল থেকে। তারপর মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে! অভিষেকের সংযোজন, সংসদীয় বা পরিষদীয় সদস্য নয়, দলের দুই-তৃতীয়াংশ ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে অন্য দলের সঙ্গে মিশলে তবে তা মার্জার বা সংযুক্তিকরণের আইনি বৈধতা পেতে পারে। শুধুমাত্র ২০ জন সাংসদ নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী অন্য দলের সঙ্গে মার্জার করছি বলে করে ফেললেন, এটা বেআইনি। এঁরা খারিজ বলে গণ্য হবেন। একাধিক উদাহরণ তুলে এই কথাটাই লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে জানিয়ে এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে বৈঠক শুরু হয় অধ্যক্ষের ঘরে। ছিলেন দলের অন্যান্য সাংসদও (কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র, সৌগত রায়)। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দশম তফসিলের আইনি ব্যাখ্যা দিয়ে অভিষেক বলেন, অন্তত ২০টি এরকম বাতিলের উদাহরণ আমি সঙ্গে এনেছি। কল্যাণদাও এনেছেন। আমরা সেগুলি অধ্যক্ষের টেবিলে জমা দিয়েছি। এনসিপিআই, যে দলটার কথাই আমরা কেউ কখনও শুনিনি, তাদের সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছেমতো মার্জ করে নিলাম। সংসদে আলাদা বসার জায়গা চাইলাম, আলাদা ঘর চাইলাম, নিজেদের মধ্যে (এরপর ৬ পাতায়)

স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন।

প্লাবন

ভরা প্লাবনে ভরে গেছে
কর্দমাক্ত মুখোশগুলো?
কথাব্যঞ্জনার—ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমি
তারাও করছে বিদগ্ধ মাতলামি?
মাতলা নদীর জলে—
কাঁপন ধরেছে কুৎসামাতার—
তারাও আশ্রয়হীন।
হয়েছে আলাদীন থেকে ক্ষীণ
মাখন খেয়েছে এতোদিন
এখন খাবে ছানাবড়া?
তাঁকিয়ে আছে জল-শাওলা
সমাজটা যেন ঘুমে আচ্ছন্ন!
কখন ভাঙবে ঘুম?
চলছে কুম্ভকর্ণর ঘুম!
যতো পারো ঘুমিয়ে নাও,
বিবেক জাগলে জাগো—
যদি পারো ভাবো।।

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে অভিষেকের অপেক্ষায়!

প্রতিবেদন : দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি পুলিশি মদতে রাজনৈতিক অসভ্যতা চালাতে এদিনও কয়েকজন দল বেঁধে পৌঁছে গিয়েছিল বিমানবন্দরে। এদের হাতে ছিল নানা রকমের জিনিস। সঙ্গে ডিমও। তৃণমূল সমর্থকরাও সেখানে ছিল। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, এসব বাংলার সংস্কৃতি নয়। বন্ধ করুন। দু'পক্ষের বচসা এবং হাতাহাতি শুরু হয়। এর মধ্যেই একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে পেয়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রশ্ন, কীসের জন্য অস্ত্র? টার্গেট কি ছিলেন অভিষেক? ধৃতকে জেরা করে জবাব দিতে হবে পুলিশকেই।

এই বিজেপি সমর্থকের কাছেই পাওয়া যায় আগ্নেয়াস্ত্র।

বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই ভাসল কলকাতা, উত্তরবঙ্গ বন্যা-ধসে বিপর্যস্ত

তলিয়ে গেল দুধিয়ার হিউম পাইপের সেতু।

প্রতিবেদন : ইএম বাইপাস, মা ফ্লাইওভার, কলকাতা বিমানবন্দর কিংবা শহরতলি— সর্বত্রই এখন জলছবি। ঝড় ও তীব্র বৃষ্টিতে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা রাজ্য। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ— সর্বত্রই এখন কেবলই জলের রাজত্ব। কোথাও নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত বিঘার পর বিঘা চাষের জমি, আবার কোথাও সামান্য বৃষ্টিতেই বুক-সমান জলে ভাসছে শহর। এই চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের একটাই প্রশ্ন, প্রশাসন আসলে করছে কী? রাজ্য সরকারের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা যে কতটা ফাঁপা, তা এই এক-বৃষ্টিতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। ভোট নেওয়ার পর বিপদের দিনে তাঁদের কোনও (এরপর ৬ পাতায়)

মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের ১০ জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হবে। সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কোথাও ৭০ মিলিমিটার থেকে ১১০ মিলিমিটার, কোথাও আবার ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি

জমা জলে পড়ল বাবা ও মেয়ে। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 June, 2026 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

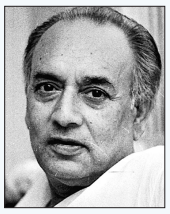

২০০০ বসন্ত চৌধুরী (১৯২৮-২০০০) এদিন প্রয়াত হন। অভিনেতা, সংগ্রাহক, প্রাচীন ইতিহাসপ্রেমী। জীবন ও সিনেমার সম্পূর্ণ দু'টি ভিন্ন সরণিতে হেঁটে গিয়েছেন দু'টি ভিন্ন সাফল্যের লক্ষ্যে। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, কণ্ঠমাধুর্য আর পৌরুষ নিয়ে এক অনন্য অভিনেতার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন আজীবন। সারা জীবনে প্রায় শতাধিক ছবিতে অভিনয় করলেও আশ্চর্য এই যে, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র তথ্যভাণ্ডার মাত্র ৭৪টি ছবির সন্ধান দিতে পেরেছে, যার মধ্যে ৭টি হিন্দি। এর মধ্যে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'আঁধারে আলো', 'রাজা রামমোহন', 'যদুভট্ট', 'দীপ জ্বেলে যাই', 'শুভরাত্রি', 'মেঘ কালো', 'অভয়া ও শ্রীকান্ত', 'অনুষ্টুপ ছন্দ', 'বৈদুর্য্যরহস্য', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'দেবী চৌধুরাণী', 'অন্তর্জলী যাত্রা' 'হীরের আংটি', ইত্যাদি ছবির জন্য বসন্ত চৌধুরীকে বাঙালি মনে রেখেছে। তাঁর অভিনীত হিন্দি ছবিগুলি যথাক্রমে 'যাত্রিক', 'নয়া সফর', 'বকুল', 'পরখ', 'গ্রহণ', 'ময়ূরী', ও 'এক ডক্টর কী মওত'। 'রাজা রামমোহন' ছবির জন্য তিনি 'বিএফজেএ' পুরস্কার পান। দীর্ঘ মঞ্চ অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে 'স্টার থিয়েটার অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। মৃত্যুর কিছু দিন আগে বসন্ত চৌধুরী তাঁর বহুমূল্য শ'খানেক গণেশমূর্তির সংগ্রহ ভারতীয় জাদুঘরে দান করে যান, যা বিক্রি করলে তিনি কোটি কোটি টাকা পেতে পারতেন।

১৯৪৩ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৪৩) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা। গত শতকের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বাংলার মঞ্চ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন এই নায়ক। উত্তমকুমারের আগে তিনিই বাংলা সিনেমার যথার্থ 'স্টার', বাঙালির 'ম্যাটিনি আইডল'। কেউ কেউ বলতেন তিনি 'ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস অব দ্য ইস্ট।' দুর্গাদাস প্রায় ১৯টি নির্বাক ছবিতে অভি নয় করেছিলেন— 'জেলের মেয়ে', 'মিশর রানি, 'ধর্মপত্নী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'সরলা', 'রজনী', 'ইন্দিরা', 'রাধারানী' প্রভৃতি। তাঁর শেষ নির্বাক ছবি 'ভাগ্যলক্ষ্মী' মুক্তি পেয়েছিল চিত্রা হলে, ১৯৩২-এর এপ্রিল মাসে।

১৯২৩ গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০) জন্মগ্রহণ করেন। প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি রূপদর্শী ছদ্মনামে বহু গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষের দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী, সেই দেখাই তাঁর লেখাকে দিয়েছে বাড়তি সমীহ। তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বৃত্তে ছিলেন সমাজের বিশিষ্টরা। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর সাংবাদিক সত্তাকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের স্বীকৃতিতে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ১৯৮১-তে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়ার বহু আগে ১৯৭০ সালে সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হন গৌরবাবু। ঠিক তার আগের বছর, ১৯৬৯ সালে, প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'সাগিনা মাহাতো'। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী সাংবাদিকতার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পোরা হয়েছিল।

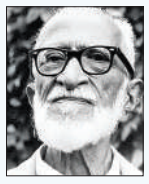

১৯৮৭ সেলিম আলি (১৮৯৬-১৯৮৭) এদিন প্রয়াত হন। বিখ্যাত ভারতীয় পক্ষীবিদ এবং প্রকৃতিপ্রেমী। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয়দের কাছে 'পক্ষী সংরক্ষণ' ব্যাপারটা ছিল কল্পনাতীত। বরং পশুপাখি শিকারে যে যত কামাল দেখাতে পারবে সে তত বড় পুরুষসিংহ। শিকার-শিকার খেলতে খেলতেই সেলিম হয়েছিলেন বার্ডম্যান অব ইন্ডিয়া। পাখি আর প্রকৃতিপ্রেমের বাইরে তাঁর খুব প্রিয় ছিল মোটরসাইকেল। ১৯৫০-এ সুইডেনে আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক কংগ্রেস-এ তিনি একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় বাইক 'সানবিম'। উদ্দেশ্য, ওই বাইকে করে গোটা ইংল্যান্ড চষে বেড়ানো।

১৯৩৯ রমাকান্ত দেশাই (১৯৩৯-১৯৯৮) এদিন জন্ম নেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৮ ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছেন। ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার ছিলেন।

১৮৫৮ এদিন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পরই সিপাহি বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা হয়। ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করে।

১৭৫৬ অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয় এদিন। তৎকালীন বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে ইংরেজেদের অধিকৃত কলকাতা নগরীকে উদ্ধার করার জন্য অগ্রসর হন। নবাবের বাহিনী ১৬ জুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অবরোধ করে। ১৯ জুন ইংরেজ সেনাপতি ও গভর্নর ড্রেক ইংরেজদের একটি বড় অংশকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৭০ সৈন্য দুর্গে থেকে যায়। ২০ জুন সারাদিনে ২০ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত এবং ৭০ জন আহত হয়। নবাবের সৈন্যরা দুর্গের দেওয়ালে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। নদী মুখের দুর্গ তোরণ খুলে দিলে নবাবের সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করে। নবাব ইংরেজ সৈন্যদের বন্দি করে রাখার নির্দেশ দেন। হলওয়েলের মতে ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চির কক্ষে ১৪৬ জন ইংরেজকে রাখা হয়। ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। তবে, বাংলার নবাবের নৃশংসতার এই কাহিনি সত্যি নাকি ইংরেজদের রটনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

১৯ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৬৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৭২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৯৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৬১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.৬২	৯২.৩৯
ইউরো	১০৮.৪৫	১০৫.৯৪
পাউন্ড	১২৫.০৫	১২২.২০

নজরকাড়া ইনস্টা

মিমি দত্ত

কৌশিক গাঙ্গুলীর পোস্ট, অন্বরীশের বিয়ের ছবি

জলছবি

বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই 'জলছবি' কলকাতা। জল ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন পথচারী ও বাইক আরোহীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৩৮

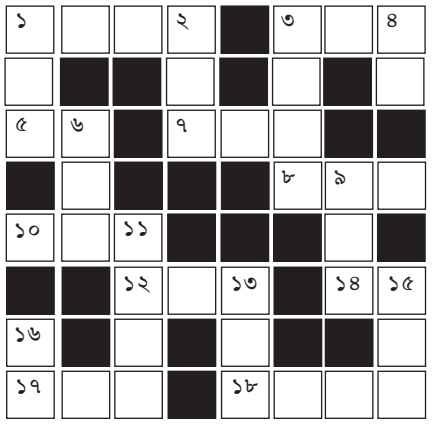

পাশাপাশি : ১. ঈশ্বর, পরমেশ্বর ৩. পরিচয় ৫. যোগ, ব্রত ৭. জমিদারি ও মহাজনি সেরেস্তায় আদান-প্রদানের সংক্ষিপ্ত হিসাব বা প্রতিবেদন ৮. আদর্শ ১০. জন্য, দরুন ১২. প্রবল ভাবাবেগ ১৪. জিহ্বা ১৭. ইতিহাসোক্ত মারাঠা দস্যুদলবিশেষ ১৮. বাস্তবতা, যথার্থতা।

উপর-নিচ : ১. পর্বত ২. বহু, অসংখ্য ৩. আকুল ৪. ছোট নৌকা ৬. পাতা ৯. উন্মুখ বা ব্যগ্র হওয়া ১১. আভিজাত্যপূর্ণ ১৩. গণ, সমুদায় ১৫. চিহ্নিত ১৬. ক্ষুদ্র স্তূপ বা গুচ্ছ, গুছি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৩৭ : পাশাপাশি : ১. অনাহত ধ্বনি ৬. মাচা ৮. কণ্টক ৯. ধরাছোঁয়া ১০. শিক্ষাপ্রদ ১২. উধাও ১৩. নব ১৫. দন্তোৎপাটন। **উপর-নিচ :** ২. নায়েক ৩. তথাবিধ ৪. নিমা ৫. টেকনিশিয়ান ৭. চাওয়াপাওয়া ১১. দণ্ডবৎ ১২. উদ্ভট ১৪. বদ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

20 June, 2026 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২০ জুন ২০২৬
শনিবার

হাসপাতাল চত্বরের খাল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ বৃদ্ধের বস্তাবন্দি দেহ। বসিরহাটের জেলা হাসপাতালের ঘটনা। মৃতের নাম বরুণ বৈদ্য (৬৫)। খুনের অভিযোগ পরিবারের

যোগ দিবসে বাধ্যতামূলক নয় সরকারি কর্মীদের উপস্থিতি

চাপের মুখে পিছু হটল সরকার

প্রতিবেদন : চাপের মুখে নতিস্বীকার! রাজ্যের যোগ-কর্মসূচিতে সরকারি কর্মীদের উপস্থিতি নিয়ে বাধ্য হয়ে পিছু হটল শুভেন্দু-সরকার! রবিবার যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়! শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই জানিয়ে দিল রাজ্য। এদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানান, ১৮ জুন রাজ্যের তরফে লিখিতভাবে একটি চিঠিতে আদালতকে জানানো হয়েছে, ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়!

নির্বাচনের আগে ডিএ-র লোভ দেখিয়ে সরকারি কর্মীদের ভোট পাওয়ার চেষ্টা করেছে বিজেপি। সরকারি কর্মীরাও বর্ধিত ডিএ-র আশায় বিজেপিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু ভোট মিটতেই আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে শুভেন্দু-

সরকারের। যে ডিএ-র আশায় এত উচ্ছ্বাস, বিজেপি সরকার গড়লেও সেই ডিএ নিয়ে এখন কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বরং ডিএ-র বদলে সরকারি কর্মীরা পেয়েছেন বাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর ফতোয়া! আর পেয়েছিলেন রাজ্য সরকারের যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে 'বাধ্যতামূলক' অংশগ্রহণের নির্দেশ!

গত ১৪ জুন এই কর্মসূচিতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের উপস্থিতি নিয়ে রাজ্যের তরফে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়। সরকারের এই তুঘলকি ফরমান নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। রাজ্যের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকারি কর্মচারি কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারি কর্মীদের উপস্থিতি নিয় সরকারের অবস্থান জানতে চান। জবাবে শুক্রবার রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যের তরফে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে সরকারি কর্মীদের। কেউ চাইলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না! রাজ্যের এই বক্তব্য শুনে বিচারপতি অমৃতা সিনহা সরকারি কর্মচারীদের দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী

প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর নিলেন বিচারপতি সুজয় পাল। তাঁর জায়গায় প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী। আগামী সোমবার থেকেই তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানানো হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টে প্রায় ২২ বছর তিনি সিভিল, শিক্ষা ও সংবিধান সংক্রান্ত মামলা লড়েছেন। ২০১৩ সালের ৩০ অক্টোবর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক হন। এরপর ২০১৬ সালের ১৪ মার্চ তিনি স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। গত বছর ১৮ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে আসেন সুজয় পাল। সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁকে প্রধান বিচারপতি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ৪৪তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে তাঁকে হাইকোর্টে নিযুক্ত করা হয়।

তৃণমূলের তীব্র কটাক্ষ

প্রতিবেদন : তৃণমূলের তহবিল, অ্যাকাউন্ট, সম্পদ নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় বিদ্রোহী বিধায়কদের তীব্র কটাক্ষ করলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এক্স মাধ্যমে লেখেন, যে বিধায়করা চিঠি দিয়ে দলের অ্যাকাউন্ট নিয়ে কথা তুললেন, তাঁরা স্পষ্টভাবে বলুন: ১) তৃণমূলের কোনও অ্যাকাউন্ট থেকে এবার ভোটে প্রার্থী হিসেবে আপনাদের টাকা দেওয়া হয়েছিল কি না। ২) যদি সেই অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আপনাদের অভিযোগ থাকে, তাহলে টাকা নিলেন কেন? ভোটে কাজে লাগালেন কেন? ৩) যদি এখন নীতিগত আপত্তি থাকে, তাহলে সেই টাকা আগে ফেরত না দিয়ে অ্যাকাউন্ট নিয়ে অভিযোগ করলেন কেন? ৪) যদি কথা ওঠে অ্যাকাউন্টে বিতর্কিত টাকা আছে এবং সেই টাকা আপনার ভোটে ব্যবহার হয়েছে, তাহলে আপনাদের নির্বাচন আইনত অবৈধ ঘোষণা হবে না কেন? টাকা নিলেন। প্রতীক নিলেন। দলের প্রার্থীপদ নিলেন। সেই টাকায় ভোট করলেন। জিতলেন। এখন টাকা আর অ্যাকাউন্ট খারাপ হয়ে গেল? টাকা নেওয়ার সময়ে মনে ছিল না?

জলমগ্ন শহর, রাজ্য ব্যস্ত যোগ দিবসে

প্রতিবেদন : ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। ভেসে গিয়েছে দুধিয়ার অস্থায়ী সেতু। ভরা বর্ষার প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ের যেখানে-সেখানে ধস নেমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। ভোররাত থেকে কয়েকঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন এলাকাও। অথচ সরকারের সেদিকে বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই! তাঁরা এখন রাস্তা বন্ধ করে যোগ-বিয়োগে ব্যস্ত! কারণ, রাত পোহালে বিদেশ-ফেরত প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন যোগাসন করতে। রাজ্য জুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও তাই পদ্ম-প্রশাসন এখন যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে সফল করার চিন্তায় মশগুল।

শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার আশ্বস্ত করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সফর ঠিকঠাকই হবে। কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যে দুর্যোগের চেয়ে যোগ দিবসের প্রস্তুতি আর প্রভু-মোদির সফর-চিন্তাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এখানেই রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, যখন উত্তরবঙ্গে নদীর জল বিপদসীমা ছুঁইছুঁই, সেতু ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং কলকাতা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ছে, তখন সরকারের মূল উদ্বেগ কি মানুষের দুর্ভোগ নাকি প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি নির্বিঘ্ন রাখা?

এদিন নবান্নে উত্তরবঙ্গ বিপর্যয়ের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, অতীতের সমালোচনা করে কি বর্তমানের দায় এড়ানো যায় কি? কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় জল জমার ছবি তো বিজেপি জমানাতেই সামনে এসেছে! যোগ দিবস উপলক্ষে রেড রোডে কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশ, বিশেষ মেট্রো পরিষেবা, ড্রোন শো এবং একাধিক সরকারি কর্মসূচির প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে ধসপ্রবণ এলাকা, ভেঙে যাওয়া সেতু এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগও বাড়ছে। কিন্তু সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় দুর্যোগ মোকাবিলার চেয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টই যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে! উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় ও কলকাতার জলযন্ত্রণার মধ্যেও প্রশাসনের আশু কর্তব্য কি মানুষের পাশে দাঁড়ানো নাকি প্রধানমন্ত্রীর সফরকে নিখুঁত করা?

এটাই নাকি রাজ্যের নিরপেক্ষ প্রশাসন!

ওসির চেয়ারে মন্ত্রী

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী বলছেন নিরপেক্ষ প্রশাসন। পুলিশ চলবে আইন মেনে। সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। বাস্তব ঘটনা দেড় মাসেই প্রকাশ্যে। একটি ছবি স্পষ্ট করে দিল আসল চিত্রটা। রাজ্যের মন্ত্রী ও মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ গিয়েছিলেন সাগরপাড়া থানায়। ওসি রাকেশ বিশ্বাস নিজের চেয়ার ছেড়ে দিলেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রীও বেমালুম সেই চেয়ারে বসে পড়লেন। রাজ্যের মন্ত্রী কিংবা বিধায়ক কোনও ওসির চেয়ারে বসতে পারেন? প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

ওসির চেয়ারে মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ।

ছবি প্রকাশ্যে চলে আসার পর মন্ত্রী নানা অজুহাত দিচ্ছেন। কিন্তু দুর্জনের ছলনার অভাব হয় না। বিজেপি এই দেড় মাসে প্রমাণ করে দিয়েছে পুলিশ আসলে 'বিজেপির পুলিশ'।

তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে ভাঙচুর, হুমকি

প্রকাশ সরদারের বাড়ির সামনে জনতার ভিড়।

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া : রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা যে চুলোয় উঠেছে তার প্রমাণ মিলল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ায়। নির্বিচারে চলল তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি ভাঙচুর। বিজেপির মদতে উন্মত্ত জনতা বাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি অকথ্য গালিগালাজ, হুমকি, এমনকী প্রাণে মারার হুমকিও বাদ গেল না। এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে মহিলা ও শিশুরা প্রাণভয়ে চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু ঘটনার সময় কোনও পুলিশকে দেখা যায়নি। শুক্রবার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া বিধানসভার শায়েস্তানগর ২ নং পঞ্চায়েতের প্রধান প্রকাশ সরদারের বাড়ির ঘটনা। অভিযোগ, পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও তারা আসে অনেক পরে। পুলিশ আসার পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় রাজ্যে আইনের শাসন নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, রাজ্যে পালাবদলের পর আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। পুলিশ, প্রশাসনের তোয়াক্কা না করে তৃণমূল নেতা-কর্মী থেকে জনপ্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ, ডিম ছোঁড়া, বাড়িঘর ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। নেপথ্যে মদত দিচ্ছে বিজেপি। অপরাধ করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইন আছে। কিন্তু সেই পথে না হেঁটে রাজ্যের শাসক দলের একাংশ নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। আর এই ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছে সিপিএম ও আইএসএফের মতো দলগুলো। তারাও তৃণমূলের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। হামলাকারীদের দাবি, পঞ্চায়েত প্রধান প্রকাশ সরদার কোনও কাজ করেননি। এলাকা উন্নয়নের টাকা তছরুপ করেছেন। এইসব অভিযোগে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। যদিও প্রধানের তরফে সব অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করা হয়েছে। তাঁদের পাল্টা দাবি, যদি কোনও অবৈধ কাজ হয়ে থাকে তার জন্য আইন, আদালত আছে। বাড়িতে এভাবে হামলা কেন?

বাদুড়িয়া

জাল লটারি, গ্রেফতার চার

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : রাজ্যে সরকার বদলাতেই জালিয়াতি কারবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। জাল লটারি টিকিটের রমরমা কারবার শুরু হয়েছে। এবার দেগঙ্গায় জাল লটারি টিকিট চক্রের হদিশ মিলল। ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রচুর জাল লটারির। জাল লটারি টিকিট বিক্রি নিয়ে একটা সময় প্রচুর হইচই হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি কঠোর হাতে তার ব্যবস্থা নেওয়াতে জাল কারবার বন্ধ হয়েছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর আবারও দেগঙ্গা থানায় জাল লটারি টিকিট বিক্রির অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের পর দেগঙ্গা থানার বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে জাল লটারি টিকিট-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ডিভিশন বেঞ্চে শোভনদেব

প্রতিবেদন : বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, বিধানসভার অধ্যক্ষ যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা ও সন্দীপন সাহাকে মুখ্য সচেতক হিসেবে নিযুক্ত করায় সম্মতি দিয়েছেন, তাঁদের তৃণমূল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আলিপুর কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। ৩০ জুন পর্যন্ত তাতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 June, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজনৈতিক অসভ্যতা

রাজ্য জুড়ে এক অসভ্যতার রাজনীতি শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের দেখলেই ডিম, টম্যাটো, কাদা ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা চলছে। বিশেষত প্রতিহিংসার রাজনীতিতে একের পর এক তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। এবং আদালতের বাইরে গাড়িতে ওঠার মুখেই এই সব জিনিস নিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। আবার কোনও কারণ ছাড়াই কালীঘাটে আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। পুলিশের সামনে। তাদের কাছে সমস্ত খবরও থাকে। তারপরেও বিজেপির বিপ্লবীদের এই অপকর্ম ঘটানোর পরিস্থিতি তৈরি করে দিচ্ছে। প্রশ্ন হল, এটা কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি? প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে আলোচনা সভায় এসব দেখানো হচ্ছে। একবারের জন্যও এই ঘটনার প্রতিবাদ করা হচ্ছে না। কার্যত ঘটনাগুলিকে এন্ডোর্স বা সমর্থন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে গণবিক্ষোভ। রাজ্যের এক মন্ত্রী তো বলছেন এটা 'ডিমোক্রেসি'। কীসের গণবিক্ষোভ? কয়েকজনের রাজনৈতিক অসভ্যতা। যাঁরা গ্রেফতার হচ্ছেন তাঁরা দোষী না নির্দোষ, তা ঠিক করবে আদালত। নিশ্চয় বিজেপি ঠিক করবে না। তাহলে? ঠিক সেই কারণেই শুক্রবার রাতে তৃণমূল সমর্থকরা থাকায় বিমানবন্দরে বিজেপির এই নোংরা রাজনীতি ভেস্তে যায়। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল, এদের একজনের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। কেন আগ্নেয়াস্ত্র? টার্গেট বিমানবন্দরে আসা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? মারাত্মক ঘটনা। বিজেপি এ কেমন সংস্কৃতি শুরু করেছে বাংলায়।

e-mail থেকে চিঠি

জনতার আদালত, জনরোষ, গণবিচার এসব বন্ধ হোক এবার

পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক পালাবদলের পর দেখা যাচ্ছে জেলায় জেলায় জনরোষের অভিঘায় পরাজিত দল তৃণমূলের নেতা-কর্মী জনপ্রতিনিধিদের হেনস্তা করা হচ্ছে প্রকাশ্যে। ডিম ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিম থেরাপি'। আপাতদৃষ্টিতে যে বা যারা এই ডিম ছুঁড়ে মারছে, তাদের বহিরঙ্গ দেখে আভাস পাওয়া যায় যে, এই শ্রেণি নিজেদের অর্থ দিয়ে ক্রেট ক্রেট কিনতে সক্ষম এমন নয়। তারা নিছক পদাতিক সেনাবাহিনী। ডিম কেনার টাকা অথবা ডিমের সাপ্লাইদাতা অন্য কেউ। যারা মারছে তারা নিশ্চয়ই আনন্দ পাচ্ছে। যারা দেখছে ভিডিওতে তারা সবাই না হলেও, অনেকেই আনন্দ পাচ্ছে। অথচ সকলেই একমত যে, বাংলার অর্থনীতি এবং মানুষের অথনৈতিক অবস্থা এমন নয় যে, এভাবে প্রতিদিন জেলায় জেলায় হাজার হাজার ডিম নষ্ট করে ফেলার বিলাসিতা দেখানো সম্ভব! এসবের থেকেও চিন্তাজনক হল গোটা 'জনরোষ' চলছে পুলিশের সামনে। এসবই হল আইনের শাসন না মান্য করার একটি সিগন্যাল। শিক্ষায় অব্যবস্থা, নিয়োগে অনিয়ম ইত্যাদি অজুহাতে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতেই পারে। কিন্তু ঠিক সেই ক্ষুব্ধ অংশটিই ডিম থেরাপিতে অংশ নিচ্ছে এমন হয়তো না। হতে পারে তারা এসব দেখে আনন্দ পাচ্ছে। তবে নিরীহ গৃহস্থ, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি বেসরকারি চাকুরে, সাধারণ ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রীরা কি অন্য কারও সাপ্লাই করা ডিম হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে যে, কখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আসবে, তারপর তাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়ব? এটা কি খুব স্বাভাবিক? সম্ভবত নয়। একটি বিশেষ শ্রেণি এই কাজটি করছে। তাহলে কি, পুলিশ কিছু করবে না তোমরা ডিম মেরে যাও, এরকম কোনও আশ্বাস পেয়েই কি এই ডিম উৎসব? বিপদ হল, এই শ্রেণিই চিহ্নিত হয়ে থেকে যাচ্ছে। আজ যারা ডিমের আক্রমণে আক্রান্ত তারা এবং তাদের আত্মীয় বন্ধু পরিবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখে রাখছে আক্রমণকারীদের মুখ। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি আক্রান্ত এই অংশটি প্রতিশোধ নিতে চায়, তখন কারা আক্রান্ত হবে? আজকের আক্রমণকারী এই পদাতিক সেনাবাহিনী। উস্কানিদাতাদের কিছুই হবে না। শুধু মনে রাখতে হবে যে, দলবেঁধে আক্রমণের অর্থ হল, ভিড়ের শক্তির একজন হয়ে নিজেকে শক্তিশালী মনে করা। নতুন বিজেপি সরকারের আমলে আইনের শাসনকেই বিশ্বাস না করার একটি প্রবণতার জন্ম হলে সেটা কিন্তু সরকারের পক্ষেই বিপজ্জনক।

— নির্ঝর দাশগুপ্ত, ট্যাংরা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আজ বুঝি শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণ আর আনন্দ উদ্‌যাপনের দিন!

আজকের দিনটা আনন্দের আর গৌরবের, নাকি লজ্জার আর দুঃখের? জানতে চাইলেন

অনির্বাণ সাহা

বিজেপিকে যারা চালায়, সেই সংঘ পরিবারের হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের আগ্রাসী আধিপত্যের সামনে বহুত্ববাদী ভারতের ভাষা, সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রত্যেকটি জাতিসত্তার লড়াই একটি শক্তিশালী অস্ত্র বলেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করেন।

কিন্তু এই অস্ত্র ব্যবহার করতে গেলে আত্মপরিচয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। তার মধ্যেও ফাটল চিহ্ন থাকলে খুঁজে বার করা দরকার।

আমাদের নাভিমূলে শায়িত দর্পণ তুলে নির্মোহভাবে জাতির আত্মপ্রতিকৃতি খোঁজা দরকার— কোথায় আমাদের গৌরব, কোনটা আমার দুর্বলতা। মনে রাখতে হবে সংঘ পরিবার আহত বাঘের মতো আমাদের দুর্বল গ্রন্থি খুঁজছে প্রত্যাঘাত করার জন্য। তাই এই লেখা।

১৭৫৭ সালে পলাশির সেই অভিশপ্ত যুদ্ধ। মিরজাফর, জগৎ শেঠদের বিশ্বাসঘাতকতায় অস্তমিত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতার সূর্য।

তারপর দুশো বছরের পরাধীনতা। ব্রিটিশ কামানের সাহায্যেই ভারতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল একের পর এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলো গ্রাস করার মধ্য দিয়ে। তা না হলে ভারতীয় বলে কোনও জাতি হয় না। ভারত বহু জাতির দেশ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনই ভারতবোধের বাস্তব আধার ছিল। শুধু সেই কারণেই জাতি হয় না। তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা সাংঘর্ষিক জায়গা ছিল, কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের উন্মাদনায় তা ততটা প্রত্যক্ষ ছিল না। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি আত্মবলিদান বাংলার।

বাংলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার জন্যই ব্রিটিশ বারবার বাংলার ভূগোলকে ভেঙেছে।

১৮৭৪ সালে সিলেটকে আসাম প্রদেশে যুক্ত করা হয়েছে। কবিতা লিখলেন বিষণ্ণ রবীন্দ্রনাথ। তারপরে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে মানভূমকে বিহারে ঢুকিয়ে দেওয়া। এরপর ১৯৪৭ সালে একদিকে স্বাধীনতা অর্জন, আরেক দিকে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজন। যে বিভাজনের অন্যতম ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্ব। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ জাতীয়তাবাদ ও মাতৃভূমির প্রতি যে আবেগ তৈরি করেছিল, ১৯৪৭-এ এসে দেখা গেল সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার চরিত্র হারিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা এতদূর এগোত না, যদি না বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রবেশ পথ তৈরি করা হত।

বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রধান অন্তরায় ছিল জমিদারি ব্যবস্থা। যা ছিল শ্রেণি সংগ্রামের উপাদান, তা হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক উপাদান। চাষ করা কৃষকরা ছিলেন মুসলমান। কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিকভাবে এত বড় ছিল না যে হস্তক্ষেপ করবে শ্রেণি অভিমুখে। দেশভাগের পিছনে দুজন ব্যবসায়ী আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়েছিলেন— বিড়লা এবং ইস্পাহানি। দেশভাগ আটকানো না গেলে বাংলা যাতে ভাগ না হয় সচেষ্ট হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়,আবুল হাশিমরা। দিল্লির কংগ্রেস হাইকমান্ডের চাপে আটকাতে পারেননি।

এইসময় বাংলা বিভাগের প্রশ্নে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল ন্যক্কারজনক। ১৯৪৭ সালের ১১ মে বল্লভভাই প্যাটেলকে তিনি চিঠি লেখেন, যদি ক্যাবিনেট মিশনের চাপে জিন্না পাকিস্তান প্রস্তাব বাতিল করেন, তা হলেও যেন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা বাতিল না হয়। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, ব্রিটিশের অনুরাগী, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি। কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হককে সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস সমর্থন দিল না। বাধ্য হয়ে তিনি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কোয়ালিশন তৈরি করেন। তারপরে শরৎ বসুর কারাবাস-জনিত অনুপস্থিতির জন্যে শ্যামাপ্রসাদ সামনের সারিতে চলে আসেন।

কে এই শ্যামাপ্রসাদ?

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রকোপ তখন তুঙ্গে। দুই তরুণ চষে বেড়াচ্ছেন সারা বাংলা। সুনীল জানার হাতে রয়েছে ক্যামেরা আর শিল্পী চিত্তপ্রসাদ সঙ্গে নিলেন তাঁর স্কেচবুক। বলাগড় অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে জিরাটের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় চিত্তপ্রসাদ দেখলেন যে, গত বছরের বিধ্বংসী বন্যার পর পরই এই দুর্ভিক্ষ একেবারে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে এলাকার মানুষের। রাজাপুর গ্রামের ৫২টি পরিবারের মধ্যে ততদিনে কেবলমাত্র আর ৬টি পরিবার রয়ে গেছে। 'আশুতোষের ছেলের' থেকে ছিটেফোঁটা সাহায্যও পাননি গ্রামের মানুষ। বরং সরকারের তরফ থেকে মাস দুয়েক খাবারদাবার পেয়েছেন তাঁরা। শ্যামাপ্রসাদের রিলিফ কমিটি দেশের নানাপ্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ডোনেশন পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা যে এই অঞ্চলের মানুষের কাজে লাগেনি তা একনজর দেখেই বুঝে গেলেন চিত্তপ্রসাদ। কিন্তু জিরাটে পৌঁছে যা দেখলেন, তা সত্যি মেনে নিতে পারেননি তিনি। দেখলেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাকি গ্রামের মতনই আশুতোষের আদি বাড়ির ভগ্নপ্রায় অবস্থা আর তার মধ্যেই, ওই দুর্ভিক্ষের বাজারে, শ্যামাপ্রসাদ তৈরি করছেন প্রাসাদোপম বাগান বাড়ি। সেখানে আবার মাঝেমাঝেই ছুটির দিনে কলকাতা থেকে বন্ধু-বান্ধব এসে ফুর্তি করে সময় কাটিয়ে যান।

যে ভয়ঙ্কর সময়ে প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালি না খেতে পেয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন, সেইসময় শ্যামাপ্রসাদের দুশ্চিন্তার কারণ উচ্চবর্ণের আধপেটা-খাওয়া হিন্দু কী করে মুসলমান রাঁধুনির হাতের রান্না সরকারি ক্যান্টিনে খেতে পারেন। এর সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্য নিয়ে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ চলতেই থাকে— হিন্দু মহাসভাও আঙুল তুলতে থাকে মুসলিম লিগ নিয়ন্ত্রিত বাংলার গভর্নমেন্টের দিকে। অথচ মুসলিম লিগের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার সম্পর্ক কিন্তু খুব অল্প দিনের ছিল না। ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার প্রতিবাদে ১৯৩৯ সালে যখন কংগ্রেসের নেতারা মন্ত্রিপদ থেকে পদত্যাগ করেন, তখন হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জোট সরকার বানান সিন্ধ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। ১৯৪১ সালে বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন, সেই ফজলুল হক, যিনি বছরখানেক আগেই লাহোরে মুসলিম লিগের সভায় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করার দাবি জানান। সাভারকার আর শ্যামাপ্রাসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা জোরকদমে চালাতে থাকে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা। ১৯৪২-এর ২৬ জুলাই বাংলার গভর্নর জন হার্বার্টকে চিঠি লিখে শ্যামাপ্রসাদ জানিয়েও দেন কংগ্রেসের এই আন্দোলন মোকাবিলা করার জন্য ঠিক কীরকম কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তারপর ১৯৪৩-এর ৩ মার্চ সিন্ধের মন্ত্রিসভায় ভারতের মুসলমানদের জন্য যখন পৃথক রাষ্ট্রের দাবি পাশ করা হয়, হিন্দু মহাসভা কিন্তু সরকার থেকে বেরিয়ে আসেনি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে।

আজ এক চমকপ্রদ ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদকে ঘিরে— তিনি নাকি কলকাতা শহরকে বাঁচিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হওয়ার থেকে। বস্তুত এরকম কোনও প্রস্তাব কখনওই আসেনি। বরং বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুহরাবর্দি আর শরৎ বোস, কিরণশংকর রায়ের মতন কংগ্রেস নেতারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে অবিভক্ত এবং স্বাধীন রাখার। অন্যদিকে, আশুতোষপুত্র চেয়েছিলেন বাংলাকে দু-টুকরো করতে আর তাই মাউন্টব্যাটেনকে গোপনপত্র মারফত আর্জি জানিয়েছিলেন যে, দেশভাগ না হলেও যেন অন্তত বাংলাকে ধর্মের ভিত্তিতে দু-ভাগ করা হয়।

সেদিন হিন্দু মহাসভার যদি প্রকৃতপক্ষেই আপত্তি ছিল দেশভাগ করা নিয়ে, তাহলে স্বাধীনতার পর শ্যামাপ্রসাদ নেহরুর মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন কেন?

১৯৪৭-এর আজকের দিনটাতে বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় দেশভাগ নিয়ে ভোটাভুটি হয়। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ বাংলার ভারতভুক্তির পক্ষে এবং বাংলা দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ভোট দেন।

এটা যদি গর্বের বিষয় হয়, তবে বলতেই হবে, কংগ্রেসের সদস্যরাও সেদিন ওই একই কাজ করেছিলেন।

আর এটা যদি লজ্জার হয়, তবে মানতেই হবে, সেদিন শ্যামাপ্রসাদও কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের মতো একই পাপ করেছিলেন।

আর এমনটাও নয় যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটা ভোটে সেদিন পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়েছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি, উনিশে মে আর মানভূমের আন্দোলন নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে মোট তিনটি ভাষা-আন্দোলনের জন্ম বিরাট গৌরবের।

কিন্তু, বাংলা ভাগের ২০ জুন সেই গৌরবের ভাগীদার হবে কী করে?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

20 June, 2026 • Saturday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
২০ জুন ২০২৬
শনিবার

বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ • বিপর্যস্ত জনজীবন

শুক্রবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাত। বাজ পড়ে আহত কলকাতা বিমানবন্দরের দুই কর্মী। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আতঙ্ক বাকি কর্মীদের মধ্যে

জলে ডুবল হাওড়া, দেখা নেই বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়কদের

সংবাদদাতা, হাওড়া: শুক্রবার সকালের কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জলের তলায় হাওড়া। এই অবস্থায় রাস্তায় দেখা নেই বিজেপির বিধায়কদের। এমনকী উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা পুর দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইয়ের এলাকা উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন নিচু অঞ্চলে জলমগ্ন পরিস্থিতি। সালকিয়ার তিনকড়ি নাথ বোস লেন থেকে শুরু করে গোলাবাড়ির মুখরাম কানোরিয়া রোড সর্বত্র জল থইথই অবস্থা। যখন সাধারণ মানুষ জল যন্ত্রণায় নাকাল সেই সময় মন্ত্রী উমেশ রাই শরৎ সদনে সরকারি অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে রাস্তায় নেমে জল নামানোর কাজে তদারকি করতে তাঁকে দেখা যায়নি। এদিনের বৃষ্টিতে জিটি রোড, ঘুষুড়ি, লিলুয়া, বেলুড়ের একাধিক এলাকায় প্রায় হাঁটু-সমান জল। অনেক জায়গায় গৃহস্থের বাড়িতেও জল ঢুকে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। বাসিন্দারা জানান, শুধু অলিগলিই নয়, একাধিক এলাকায় ঘরের মধ্যেও বৃষ্টির জল ঢুকেছে। বেলুড় স্টেশন রোড কার্যত জলের তলায়। বেলুড় ও বালি স্টেশনের আন্ডারপাশে প্রায় কোমর-সমান জল। এর জেরে আন্ডারপাশ দিয়ে পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি মধ্য হাওড়ার টিকিয়াপাড়া, ড্রেনেজ ক্যানেল রোড, রামরাজাতলা, নীলমণি মল্লিক লেন, লক্ষ্মণ দাস

লেন, শিবপুরের একাধিক রাস্তা বিশেষ করে সংযুক্ত এলাকায় হাঁটু-সমান জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শুধু শহরাঞ্চলই নয়, ডোমজুড়ের বাঁকড়া-১ নম্বর পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ওই এলাকায় নিকাশির তেমন কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর জেরে একটু বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যায়। তবে বালি, শিবপুর কিংবা উত্তর হাওড়ার বিজেপির বিধায়কদের এই পরিস্থিতিতে রাস্তায় নামতে না দেখে হতাশা শহরবাসীর।

চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ পানাগড় শিল্পতালুকে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সরকার বদলাতেই কারখানা মালিকদের মতিগতি বদলে গিয়েছে। নতুন রাজ্য সরকারের শিল্পায়নের প্রচার ও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির মাঝেই কাজের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার পানাগড় শিল্পতালুক। এক বেসরকারি কারখানার সামনে বৃহস্পতিবার স্থানীয়দের বিক্ষোভকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় কাঁকসা থানার পুলিশকে। অভিযোগ, শিল্পতালুকে একের পর এক কারখানা গড়ে উঠলেও এলাকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলছে না। কারখানা নির্মাণের জন্য অনেকেই জমি দিয়েছেন, কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে তাঁদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। স্থানীয়দের পরিবর্তে বহিরাগত শ্রমিক ও কর্মীদের নিয়োগ করা হচ্ছে, ফলে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ জমে উঠছিল এলাকাবাসীর মধ্যে। বৃহস্পতিবার সেই ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকার নেয়। সকাল থেকেই কারখানার মূল গেটের সামনে জড়ো হয়ে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দাবি, এলাকার মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। তাদের সামনেই বিক্ষোভকারীরা তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। কর্মসংস্থান না হলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ কারখানার কাজকর্ম ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চেন টানায় বিপাকে ৮৬ ট্রেন, ধৃত ৫৮ যাত্রী

প্রতিবেদন : রেল নানা সমস্যায় জর্জরিত। পরিকাঠামো খারাপ, পরিষেবা খারাপ, সময়ে চলে না ইত্যাদি সমস্যার মাঝে নতুন এক উপদ্রব তুচ্ছ কারণে চেন টেনে গাড়ি থামানো। যার জেরে শুধু মে মাসেই পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশনে ৮৬টি ট্রেনকে আটকে থাকতে হয়েছে। আর এই অপরাধে আটক করা হয়েছে ৫৮ জনকে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, সবথেকে বেশি হয়েছে আসানসোল ও হাওড়া ডিভিশনে। কেউ পরিজনকে ট্রেনে তুলতে এতই আবেগঘন হয়ে পড়েন, যে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরে হুঁশ হয়। কেউ ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ায় নির্দিষ্ট স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। এমন অদ্ভুত সব কারণে তাঁরা অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন। তার জেরে পূর্ব রেলের এলাকায় শুধু মে মাসেই ৮৬টি ট্রেনকে থমকে গিয়েছে। তাতে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যাত্রীদেরও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, আরপিএফের তদন্তে দেখা গিয়েছে, যাত্রীরা অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে জরুরি কাজের জন্য থাকা চেন টেনেছেন। এক্সপ্রেস ট্রেন

ঘুমিয়ে পড়ায় স্টেশন ছেড়ে যাওয়ায়, কাউকে ছাড়তে এসে ট্রেন ছাড়ার আগে নামতে না পেরে, এমনকী ভুল ট্রেনে উঠেও চেন টানেন যাত্রীরা। দু-একজন তো হাতলে ব্যাগপত্রও ঝুলিয়ে দিয়েছেন!

মাঝপথে আটকে পড়েছে।

আসানসোল ও মালদহ ডিভিশনে চারজন করে যাত্রী ট্রেনের নির্ধারিত স্টপেজের তোয়াক্কা না করে, ট্রেনটি নিজেদের গ্রাম বা বাড়ির কাছাকাছি এলে চেন টেনে দেন। আসানসোল ও হাওড়ায় যথাক্রমে তিনজন ও দুজন যাত্রী ঘুমিয়ে পড়ায় নির্দিষ্ট স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে তড়িঘড়ি চেন টেনে বসেন। মোট ১০টি ক্ষেত্রে যাত্রীরা ভুল করে চেন ধরে টেনে ফেলেছেন। আরও মজার ঘটনা, আসানসোলে দুটি ঘটনায় যাত্রীরা চেনের হুকে তাদের ব্যাগপত্র ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন! যার জেরে ট্রেন থেমে যায়। আসানসোলে দুই যাত্রী আত্মীয়দের বিদায় জানাতে উঠেছিলেন। ট্রেন ছেড়ে দিলে হুঁশ হয়। তাই নামার জন্য চেন টানেন। আবার আসানসোলে চারজন এবং হাওড়ায় দুই যাত্রী ভুল ট্রেনে উঠে পড়ায় চেন টেনে ছিলেন। সব মিলিয়ে এই ধরনের ঘটনায় ৮৬টি ট্রেন দীর্ঘ সময় আটকে থাকে, যার গড় সময় আসানসোলে ১৩ মিনিট, হাওড়ায় ১৪ মিনিট এবং মালদহ ও শিয়ালদহ ডিভিশনের কিছু সেকশনে প্রতি ঘটনায় সর্বোচ্চ ১৭ মিনিট পর্যন্ত পৌঁছেছিল। দোষীদের সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা দুটোই হতে পারে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, অকারণে ট্রেনের চেন টানা গর্হিত অপরাধ।

দক্ষিণে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

প্রতিবেদন: আজ থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ১০ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বজ্রপাতের সতর্কতা রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে। সম্ভাবনা থাকবে হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতে। কোথাও ৭০ মিলিমিটার থেকে ১১০ মিলিমিটার, কোথাও আবার ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি হবে। ফলে তাপমাত্রাও কিছুটা কমবে। ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই মিলবে। আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে বিস্তীর্ণ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। আগামী চারদিনের জন্য ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। অনেক রাস্তাতেই এখনও হাঁটু-সমান জল জমে রয়েছে। অফিস-ফেরত যাত্রীদের নাকাল হতে হয়েছে রাস্তায়। অধিকাংশ রাস্তা আলো নিভে অন্ধকারে ডুবে।

প্রথম বৃষ্টিতেই ভাসল কলকাতা

(প্রথম পাতার পর)

নেতা-মন্ত্রীকে পাশে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহের বৃষ্টিতেই কলকাতা-সহ আশেপাশের জেলাগুলিতে নরককুণ্ড তৈরি হয়েছে। এদিকে শোচনীয় অবস্থা উত্তরবঙ্গেও। বালাসন নদ উপচে পড়ে ভেঙে গিয়েছে দুধিয়া সেতু। স্তব্ধ শিলিগুড়ি-মিরিক যোগাযোগ। জলযন্ত্রণা এবং চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পুরপরিষেবা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থার কঙ্কালসার রূপ কার্যত প্রকাশ্যে। ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই ধরনের পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে জনজীবনকে মসৃণ রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের সেদিকে কোনও হেলদোলই নেই। আলিপুর, ঠনঠনিয়া, বেহালা এবং সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মতো কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এখনও জলের তলায়। নিকাশি নালা সাফাইয়ের কাজে চূড়ান্ত গাফিলতির কারণেই যে এই দশা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাম্প চালিয়ে জল নামানোর দাবি করা হলেও, বাস্তবে বহু জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল জমে রয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট। লোকাল ট্রেন ও বাস চলাচল ব্যাহত হওয়ায় অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ চরম বিপাকে পড়েছেন। জেলার দিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ। মাটির বাড়ি ভেঙে এবং জমা জলে কারেন্ট লেগে দুর্ঘটনার খবরও আসছে। উত্তরবঙ্গের চিত্র আরও ভয়াবহ। বালাসন নদের জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। ভেঙে গিয়েছে দুধিয়া সেতু। ধস নেমে স্তব্ধ পাহাড়ি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। বহু নিচু এলাকা প্লাবিত হয়ে ঘরবাড়ি জলের তলায় চলে গেছে। দুর্গতদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলির আগাম কোনও প্রস্তুতি ছিল না। নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়াতে শোনা গেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রস্তুতিও খাতা-কলমেই সীমাবদ্ধ। আবহাওয়া দফতরের আগাম সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও কেন প্রশাসন আগে থেকে ব্যবস্থা নিল না, তা নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন। উদ্ধারকাজ এবং জল নামানোর গতি অত্যন্ত ধীর হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মনে। প্রশাসন যদি দ্রুত সক্রিয় না হয়, তবে আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা।

বেইমান ২০ সাংসদ : অভিষেক

(প্রথম পাতার পর) থেকেই চিফ হুইপ, দলনেতা ঠিক করে ফেললাম। এটা করা যায় না, সম্পূর্ণ বেআইনি।

অভিষেকের সংযোজন— ২এর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা আছে, আপনি কোনও কারণে দল ছাড়লে আপনার সংসদের সদস্যপদও বাতিল হয়ে যাবে। যেমন একসঙ্গে দুটি কোম্পানিতে চাকরি করা যায় না, তেমনিই রাজনৈতিক দলেও থাকা যায় না। সংবিধানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আগে থেকে একটি দলে যুক্ত থাকার পর অন্য দলে গেলে সেই দলের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। সেইমতো তৃণমূলের প্রতীকে জিতে আসার পর অন্য দলে মার্জ হলে লোকসভার সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কথা।

অভিষেক বলেন, আমরা দাবি জানিয়েছি, স্পিকারই এই বিষয়ে বিচারক। সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশ রয়েছে যে এই ধরনের মামলায় তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আমরা সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় তাঁর সামনে তুলে ধরেছি। যাঁরা আলাদা গ্রুপ দাবি করছেন, যাঁরা চাইছেন তাঁদের বসার ব্যবস্থা আলাদা হোক, তাঁদের আলাদা স্বীকৃতি দেওয়া হোক, তাঁদের মধ্যে কাউকে লোকসভার নেতা, কাউকে চিফ হুইপ, কাউকে ডেপুটি লিডার করা হোক এসব হতে পারে না। এটা বেআইনি। সবার আগে তাঁদের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। যদি আপনাদের মধ্যে সামান্যতম সততা থাকে, তাহলে নিজের পদ ছেড়ে দিন। পদ ছেড়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করুন। এই ২০ জন সংবিধানকে অসম্মান করেছেন, দশম তফসিলের নিয়মকে উপেক্ষা করেছেন এবং মানুষের দেওয়া ম্যানডেটের সঙ্গে খেলেছেন, তাঁরা নিজেদের বিবেক, সম্মান ও সততা বিক্রি করেছেন। বাংলার মানুষ তাঁদের কখনও ক্ষমা করবে না। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা আশ্বাস দিয়েছেন তিনি বিষয়টি শুনবেন। অন্য পক্ষের কথাও শুনবেন। ফের তলব করা হবে।

কোটি কোটি খরচ

(প্রথম পাতার পর)

সুন্দরবন থেকে তুলে আনা হয়েছে, স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে এই ক'দিন ধরে পর্যটকেদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ ঘোরার জন্য ভুটভুটি, কিংবা লঞ্চ— কোনওটাই নেই, সব এখন বাবুঘাটে! শুধু সুন্দরবন অঞ্চল থেকেই আসছে প্রায় ৭০০ নৌকা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকেও বেশ কিছু ভুটভুটি আসবে। যোগচর্চার পাশাপাশি এই ক'দিন শহরে যানজটের চর্চাও হবে। একইরকম ভাবে রবিবার হলেও ভোগান্তিতে থাকবে কলকাতা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল মালদার রতুয়া থানার কারবোনা গ্রামে। মৃতার নাম সামশুননাহার খাতুন (২১)। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়

আমার বাংলা

20 June, 2026 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ফুঁসছে তিস্তা • জলমগ্ন শিলিগুড়ি • পাহাড়ে ধস • মিরিকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

একটানা প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যয়, বালাসনে তলিয়ে গেল দুধিয়ার হিউম পাইপের সেতু

পাহাড়ি জলে ফুঁসছে তিস্তা।

ভাঙল বাঁশের সাঁকো, ধূপগুড়িতে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ।

ধস নেমেছে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে ফের বিপর্যস্ত হল পাহাড়-সমতলের যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুক্রবার সকালে বালাসন নদের জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় দুধিয়ায় নির্মিত অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতুটি ভেসে যায়। এর ফলে দুধিয়া হয়ে শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে যান-চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে। ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকেদের মধ্যে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে মূল দুধিয়া সেতু ভেঙে পড়ার পর প্রশাসনের উদ্যোগে এই অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে মিরিক, সুখিয়াপোখরি ও আশপাশের এলাকার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল এই পথ। তবে গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে বালাসন নদের প্রবল স্রোত সেই অস্থায়ী কাঠামোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এদিকে, ভারী বৃষ্টির কারণে শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকাও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে শিলিগুড়ি-মিরিক সংযোগকারী দুধিয়ার অস্থায়ী সেতু বালাসনের জলের তলিয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাহাড়ে যাতায়াতের জন্য যাত্রীদের এখন কার্শিয়াং, ঘুম অথবা সুকিয়াপোখরির মতো বিকল্প ও ঘুরপথ ব্যবহার করতে হচ্ছে। বালাসনের জল

তলিয়ে গিয়েছে দুধিয়ায় হিউম পাইপের সেতু

বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। প্রশাসনের তরফে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের সতর্ক করা হয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাসে একটানা বৃষ্টিতে দুধিয়ার লোহার সেতুর একাংশ ভেঙে যায়। শিলিগুড়ি-মিরিক সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর রাজ্যের তরফে অস্থায়ী ভাবে হিউম পাইপ বসিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। সেটাও বালাসনের জলে তলিয়ে যেতে বিপাকে বাসিন্দারা। টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন খড়িবাড়ি, জল ঢুকেছে বহু বাড়ি ও দোকানে। মহানন্দা নদীতে বাড়ছে জল, ফুলেফেঁপে উঠেছে ফুলবাড়ি ব্যারাজ। ৮টি লকগেট খুলে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ। শহরের বহু এলাকা জলমগ্ন। পাহাড়ের জাতীয় সড়কে ধস। একইভাবে জলপাইগুড়ির অবস্থাও খুবই খারাপ। জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় 'হলুদ সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে তিস্তার জলস্তর বাড়তে থাকায় নদী তীরবর্তী এলাকায় কিছুটা হলেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সরকার বলেন,জল তো বিরেই যাচ্ছে, এ বছর আজকেই এরকম জল বেড়েছে। অপরদিকে তিস্তা ও মরিচবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা সহদেব মন্ডল জানিয়েছেন, এবছর প্রথম এমন নজিরবিহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন তারা। এবার জল যেভাবে বেড়েছে, তাতে সমস্ত চর তলিয়ে গেছে। নদীগর্ভে চরের আর কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। সব ডুবে একাকার।

প্রতিহিংসার মামলা, জামিন মুশারফের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার! জমি দখল ও খুনের চেষ্টার 'মিথ্যা' মামলায় জামিন পেলেন ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে বিরোধী শিবিরের চক্রান্তের অভিযোগ উড়িয়ে অবশেষে স্বস্তি পেলেন ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন। জমি দখল ও খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় দায়ের করা 'মিথ্যা' মামলায় বুধবারই রায়গঞ্জের মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর মহামান্য বিচারক বিধায়ক মোশারফ হোসেনকে শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেছেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ জুন ইটাহারের কাপাসিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামীর দাদা হাসেন আলি নামের এক ব্যক্তি ইটাহার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগপত্রে জমি দখল করে বেআইনি ঘর তৈরি, মারধর এবং বাধা দিতে গেলে খুনের হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয় বিধায়ক মোশারফ হোসেন, তাঁর ভাই তথা ইটাহার ব্লক যুব তৃণমূলের বিদায়ী সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন এবং হোসেন আলি নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আইন মেনে তদন্ত শুরু করে এবং গত ১১ জুন বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় হাজির হওয়ার নোটিশ পাঠায়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গত মঙ্গলবারই ইটাহার থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। তবে এই গোটা বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

গৌতমের ইস্তফা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেন। ইতিমধ্যেই সরকারি গাড়ি ও নিরাপত্তারক্ষীও ছেড়ে দিয়েছেন গৌতম দেব। সম্প্রতি তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের কাজে আরও বেশি সময় দেওয়ার লক্ষ্যেই তিনি মেয়রের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দীর্ঘদিন প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর পর এবার দলীয় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেই তাঁর মূল নজর থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। গৌতম দেব জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির মানুষের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।

নর্দমার থেকে উদ্ধার শিশুর দেহ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা-বাগানে শুক্রবার সকালে নর্দমার জলে তলিয়ে মৃত্যু হল ৪ বছরের এক শিশুকন্যার। এই ঘটনার জেরে হাসিমারা এলাকায় জয়গাঁ-আলিপুরদুয়ারগামী রাজ্যসড়ক অবরোধে শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, হাসিমারা চৌপথির সংলগ্ন ভোলা নালা দখল করে ব্যাঙের ছাতার মতো একের পর এক অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠেছে। আর এই অবৈধ নির্মাণের তালিকায় রয়েছে সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িও। ফলে নর্দমার জল সঠিক ভাবে প্রবাহিত হতে না পারায়, সেই জল পার্শ্ববর্তী ভার্নাবাড়ি চা বাগানে প্রবেশ করে। অভিযোগ, ওই বাগানের এক শিশুকন্যা এদিন পরিবারের সাথে এক আত্মীয়কে বিদায় দিতে সড়কে আসেন। এরপর ফেরার পথে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নর্দমার জলের স্রোতে আচমকা তলিয়ে যায়। এ ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। ক্ষুব্ধ জনতা প্রধানের বাড়ির সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি চালিয়ে বিপর্যয় মোকাবেলার দল নর্দমায় তলিয়ে যাওয়া শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে । ঘটনাস্থল থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে সাতালি চা-বাগানের নর্দমার থেকে উদ্ধার হয় ওই শিশুর মৃতদেহ। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

আমার বাংলা
20 June, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লোধা-শবর মহিলাদের দেড়কোটি টাকা আত্মসাৎ, বিক্ষোভ ঝাড়গ্রামে

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলার পাটাশিমুল অঞ্চলের লোধা–শবর সম্প্রদায়ের মহিলাদের জীবিকা উন্নয়ন ও আর্থ–সামাজিক উত্তরণের জন্য বরাদ্দ হওয়া টাকা থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই সেই গরিব মানুষজনের টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। পাটাশিমুল নবজাগরণ সংঘের সম্পাদিকা মধুমিতা পরিহারি ও কোষাধ্যক্ষ নির্মলা মাহাতোর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন লোধা উন্নয়ন সমিতির মহিলারা। শুক্রবার কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেন এবং ভিতরে থাকা কর্মীদের আটকে রেখে প্রতিবাদ চালিয়ে যান। তাঁদের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই টাকা ফেরতের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে এলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা মেলেনি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এর আগে মধুমিতা পরিহারি ঝাড়গ্রামের বিডিওর কাছে মুচলেখা দিয়ে টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে আজ আবারও আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের বকেয়া অর্থ ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ডিআরডিসি আধিকারিক বিশ্বজিৎ মন্ডল ও থানার এসআই উমাশঙ্কর পইড়া বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

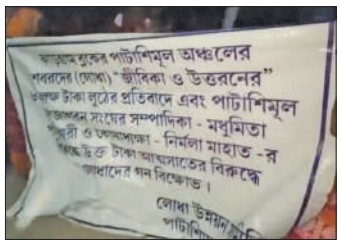

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পোস্টার। ডানদিকে, দফতরে তালা ক্ষুব্ধ মহিলাদের।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির দুপুরে আরও ১ ঘণ্টা বন্ধ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সময়সূচিতে বদল। সোমবার থেকে নয়া সময়সূচি মেনে দর্শনার্থীদের জন্য খুলবে মন্দিরের দরজা। শুক্রবার মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এ নিয়ে। মূলত পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই সময়সূচিতে বদল। আগের মতোই সকাল ৬টায় খোলা হবে মন্দিরের দরজা। বন্ধ হবে দুপুর ১টায়। আগে দু'ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর আগে বিকেল ৩টেয় খুলে যেত। সোমবার থেকে তিনটের বদলে চারটেয় খোলা হবে। কর্তৃপক্ষের দাবি, দুপুরে প্রখর রোদে মন্দির ঘুরে দেখতে সমস্যা হয় দর্শনার্থীদের। গরম পাথরে খালি পায়ে হাঁটতে অসুবিধা হত। এছাড়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রাজভোগের পর মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামেরও প্রয়োজন। তাই অতিরিক্ত এক ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হয়েছে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের। একমাস পরেই রথযাত্রা। দ্বিতীয় রথযাত্রাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার পৃথক তিনটি রথে রঙ করা হয়েছে। গত বছর প্রথম রথযাত্রায় রথ টানার সময় চাকায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। তাই এবার সে ব্যাপারে নজর রাখা হচ্ছে। ২৯ জুন স্নানযাত্রা। ১০৮ তীর্থক্ষেত্রের জলে স্নান করবেন জগন্নাথ ও তাঁর ভাইবোন। সেদিন রাত থেকে অনবসর কালের জন্য জগন্নাথদর্শন বন্ধ থাকবে প্রায় ১৫ দিন। রথের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১৫ জুলাই ফের দর্শন করা যাবে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধারমণ দাস বলেন, বিকেলে মন্দির খোলার সময়ে কিছুটা বদলেছি। সোমবার থেকে বিকেল চারটেয় মন্দির খোলা হবে। সামনে রথ। তাই রথের যাবতীয় প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছি।

সোশ্যাল মিডিয়ার ঘটকালিতে ঘর বাঁধলেন মূক-বধির যুগল

প্রতিবেদন : প্রেমের নিজস্ব ভাষা আছে। মুখের ভাষা তাই জরুরি নয়। তারই প্রমাণ মিলল নদিয়ার মাজদিয়া পূর্ণগঞ্জের কৌশিক মিত্র এবং বগুলার স্নেহা পোদ্দারের ক্ষেত্রে। দুজনেই মূক ও বধির। কিন্তু তা মন–বিনিময়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'জনের আলাপ। সেখান থেকে প্রেম। আর তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল ছাদনাতলায়। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে চারহাত এক হল কৌশিক ও স্নেহার। মাজদিয়ায় কৌশিকদের বাড়িতেই পুরোহিত ডেকে শাস্ত্রমতে বিয়ে হল ওঁদের। মাজদিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর আইটিআই থেকে ফিটার ট্রেডে ডিপ্লোমা করেছেন কৌশিক। এখনও বেকার তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, মা গৃহবধূ। স্নেহা বিএ পড়ছেন। বাবা একজন ছোট ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। কৌশিকের বাবা বললেন, সবচেয়ে বড় চিন্তা ছেলের একটা স্থায়ী চাকরি। আমরা বেঁচে থাকতে ওদের অসুবিধে হবে না। তবে ছেলেকে সংসার দায়িত্ব তো নিতেই হবে। যতদিন না পারছে, একটা দুশ্চিন্তা তো থাকবেই। সরকার যদি মূক ও বধির এই শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থানের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে দেখলে ভাল হয়।

জাতীয় সড়কে উদ্ধার দেহ

প্রতিবেদন : পিংলায় রাজ্য সড়ক সংলগ্ন একটি খাল থেকে শুক্রবার বিকেলে উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এদিন বিকেলে ময়না-মনোমারী রাজ্য সড়কের পাশে কিষান মান্ডি সংলগ্ন খালে মাঝবয়সী ওই ব্যক্তির মৃতদেহটি দেখতে পান স্থানীয় ফুলচাষিরা। তাঁরাই পুলিশকে খবর দিলে সন্ধ্যা নাগাদ পিংলা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা। তবে, মৃত ব্যক্তির নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

প্রতিবেদন : শুক্রবার দুপুরে সবংয়ের শীতলদা এলাকায় বাড়ির পাশের পুকুরে খেলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল ৫ বছরের একটি শিশুর। মমান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

অন্ডালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ইসিএলের জলের ট্যাঙ্ক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : হঠাৎই বিকট শব্দ করে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিশাল জলের ট্যাঙ্ক। অন্ডালের কেন্দা এরিয়ার ছোড়া পিট কোলিয়ারি এলাকার ঘটনা। ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ার শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় চরম সমস্যার আশঙ্কায় রয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু বছর আগে এলাকার মানুষের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে এই ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ট্যাঙ্ক থেকেই প্রায় ৫০০ পরিবার নিয়মিত জল পেত। হঠাৎ ট্যাঙ্ক ধসে পড়ায় সেই পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ঘটনার পরই ইসিএলের বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ট্যাঙ্কটির অবস্থা বেহাল ছিল। কিন্তু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

কোয়ান্টাম ডট নিয়ে সাফল্য বাংলার গবেষকদের

সুনীতা সিং • বর্ধমান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি সম্প্রতি ভারত সরকারের পেটেন্ট দফতর মঞ্জুর করেছে। 'Method of Spontaneous Interaction of CdSeS/ZnS Alloyed Quantum Dots with Free Base Porphyrazine (H2Pz) in Solution' শীর্ষক এই আবিষ্কারের পেটেন্ট এ বছর ১০ মার্চ স্বীকৃতি পেয়েছে। পেটেন্ট নথি অনুযায়ী, এই গবেষণার মূল বিষয়, বিশেষ ধরনের ন্যানো–কণা বা 'কোয়ান্টাম ডট'– এর সঙ্গে একটি জৈব অণুর স্বতঃস্ফূর্ত সংযুক্তীকরণ এবং সেই প্রক্রিয়ায় শক্তি স্থানান্তরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। গবেষকদের দাবি, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি শক্তিসঞ্চয়, সেন্সর প্রযুক্তি, আলোকনির্ভর যন্ত্র এবং উন্নত ন্যানো– উপাদান তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অধ্যাপক সুমন্ত ভট্টাচার্য, শুভেন্দু দে, ড. সুব্রত নায়ক, শাল্মলী ভট্টাচার্য এবং ড. শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। পেটেন্টের আবেদনকারী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যতম গবেষক সুমন্ত জানিয়েছেন, কোয়ান্টাম ডটস্ নিয়ে ২০০৭-০৮ সালে বিদেশে গবেষণা শুরু হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪– এর শেষ থেকে কাজ শুরু হয়েছে। অতিক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী কোয়ান্টাম ডটস্ শক্তিধারকের কাজ করছে। আকার ছোট বলে এদের অপটিক্যাল ও ইলেকট্রনিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ পদার্থের তুলনায় ভিন্ন হয়। বর্তমানে জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা, সেন্সর প্রযুক্তি, লেজার, এলইডি, সৌরশক্তি ইত্যাদি নিয়ে কাজ চলছে।

গবেষণাগারত দুই গবেষক।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিজেপির ছত্তিশগড়ে গার্হস্থ্য হিংসার নিকৃষ্ট উদাহরণ। বিয়ে হয়েছিল ভালবেসেই। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের বশে স্ত্রীকে মাথা মুড়িয়ে ব্যাপক মারধর করে তার প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করল স্বামী। কোরিয়া জেলার এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে স্বামী জিতেন্দ্রকে

পরীক্ষার তিনদিন আগেও আত্মঘাতী নিট পরীক্ষার্থী

এককোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দাবি, মোদিকে খোলা চিঠি ককরোচের

আমেদাবাদ: নিট পরীক্ষার মাত্র ৩ দিন আগে হতাশায়, অবসাদে আত্মঘাতী হলেন আরও এক পরীক্ষার্থী। এবার আমেদাবাদে। একটি বহুতল আবাসনের ৬ তলা

থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কহন প্যাটেল নামে এক নিট পরীক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত এক সপ্তাহে দেশের নানাপ্রান্তে এই নিয়ে ১১ জন নিট পরীক্ষার্থী বেছে নিলেন আত্মহত্যার পথ। শুধুমাত্র ৪৮ ঘণ্টাতেই মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। শিক্ষাব্যবস্থার এই নজিরবিহীন ব্যর্থতার জেরে একের পর এক পড়ুয়ার মৃত্যুতে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। দাবি করলেন হস্তক্ষেপ। তাঁর দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই সংকটের কারণে যে সমস্ত পরিবার তাঁদের সন্তানদের হারিয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চেয়ে সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি লেখা হয়েছে ককরোচের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আমেদাবাদের ত্রাগাদ এলাকার অ্যারিস্টো আনন্দম ফ্ল্যাটের বি ব্লকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ছ'তলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেন ওই কিশোর। বৃহস্পতিবার এই খবর পাওয়ামাত্রই ছুটে আসে সবরমতী থানার পুলিশ। তবে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি তাঁর কাছ থেকে। শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণির পরে নিটে বসেছিলেন তিনি। ভাল পরীক্ষাও দিয়েছিলেন। ২১ জুনের রিটেস্টের জন্য আবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর, রাজস্থান, দিল্লি-সহ দেশের নানা জায়গায় নিট পরীক্ষার্থীরা চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রশ্নফাঁসের কেলেঙ্কারির জেরে গত ৩ মে হওয়া মূল পরীক্ষাটি বাতিল করে দেয় 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি'। এরপর আগামী ২১ জুন পুনরায় নিট পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে ওই সংস্থা। বর্তমানে এই প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। কিন্তু মূল পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে নিট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার এক ভয়াবহ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। চরম হতাশা ও মানসিক অবসাদ থেকেই পড়ুয়ারা এই মারাত্মক পথ বেছে নিচ্ছেন।

বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

মুম্বইয়ে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে চরম হেনস্থা, নির্বিকার পুলিশ

মুম্বই: বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে মুম্বই-জুহুতে চরম হেনস্থার শিকার হলেন এক সংখ্যালঘু বৃদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও প্রতিকার পেলেন না তিনি। উলটে তাঁরই বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সম্প্রদায়িক বিভেদকামী হামলাকারীরা। চোখেমুখে একরাশ আতঙ্ক। এমন ভয়ের পরিবেশে ব্যবসা চলবে কী করে! মুম্বইয়ে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর প্রশ্ন একটাই, শুধুমাত্র সংখ্যালঘু বলেই কি তাঁর উপরে সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত হামলা সাম্প্রদায়িক বিভেদকামীদের? চরম হেনস্থা করা হল তাঁকে। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে পুলিশের কাছে কি সুবিচার আশা করতে পারেন না তিনি? তবুও পরিবারের মুখ চেয়ে রোজই মুম্বইয়ের জুহুতে শোরুম খুলতে হচ্ছে বৃদ্ধ রাফাত হোসেনকে। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন তিনি—এই বুঝি কেউ এল তাঁর উপরে হামলা করতে। কারণ, সেদিনের সেই সাজানো সংগঠিত হামলার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তিনি। গভীর উদ্বেগ ফুটে উঠল তাঁর কথায়। বললেন,

আমার একমাত্র অপরাধ, দাড়ি এবং মাথার টুপি পরা মানুষ আমি। আজ রীতিমতো আতঙ্ক নিয়ে নিজের শোরুমে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে আমাকে। এই বুঝি কেউ হামলা চালাল আমার উপরে।

সেদিনের সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে রীতিমতো শিউরে উঠলেন বৃদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী রাফাত হুসেন সাহেব। বললেন, একদিন আচমকাই ৪ জন মহিলা এসে ঢুকলেন তাঁর শোরুমে। তিনি ভেবেছিলেন, কিছু বোধহয় কিনতে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু ওই মহিলারা যা শুরু করলেন, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না বৃদ্ধ মালিক। বলা নেই, কওয়া নেই তাঁর ধর্মীয় পরিচয় জেনে অযথা আপত্তিকর মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে শুরু করলেন ওই মহিলারা।

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রাফাত হুসেন। তাঁর অভিযোগ, পুলিশকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি তারা। গুটিকয়েক ওই মহিলার অভদ্রতা দেখেও নীরব দর্শক ছিল পুলিশ। শুধু তাই নয়, প্রায় দেড়শো লোক থানায় চড়াও হয়ে তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা করে।

পুলিশ হুসেন সাহেবকে কোনওরকমে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করলেও, বাকি ছিল আরও নাটক। থানায় হামলাকারীদের গ্রেফতারের কোনও চেষ্টাই করেনি পুলিশ। উলটে আক্রমণকারীরাই রাফাত হোসেনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে বিনা বাধায় চলে যায় থানা থেকে।

ভুয়ো টেলিগ্রাম অ্যাপে প্রতারণা, রাজস্থানে ধৃত ১

জয়পুর: বজ্রআঁটুনি, ফসকা গেরো। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে কেন্দ্র টেলিগ্রাম অ্যাপ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও নিটকে কেন্দ্র করে প্রতারক চক্র এখনও সক্রিয়। ২১ জুন পুনরায় নিট পরীক্ষার ঠিক আগেই 'পেপার মাফিয়া' নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে ভুয়ো প্রশ্নপত্র দেদার বিক্রি হচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ খুঁজে বের করে রাজস্থানের ভিলওয়ারা থেকে ১৯ বছর বয়সের এক ছাত্র আকাশ চৌধুরীকে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় তাকে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি প্রশ্নপত্রের জন্য ৪ হাজার টাকা করে নিত আকাশ। দ্বিতীয়বার পরীক্ষার ৩ দিন আগে দিল্লি পুলিশ বিষয়টি জানায় রাজস্থান পুলিশকে। তারপরে শুক্রবার সকালে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ভিলওয়ারার

প্যাটেল নগর থেকে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত ছাত্রকে। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে গভীর অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে মোদি সরকারকে। জানা গিয়েছে, নিজের পরিচয় গোপন রেখে আকাশ আমেরিকার ভিপিএন ও প্রোক্সি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করত। আকাশের টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেপার মাফিয়ার সদস্য ৫২ ছাড়িয়েছিল। আকাশের নেপথ্যে কোনও বড় চক্র আছে কী না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তার ব্যাঙ্ক লেনদেন, ডিজিটাল যোগাযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

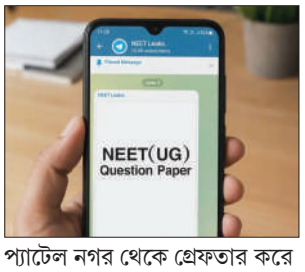

পুণেতে ভণ্ড ধর্মগুরুর আশ্রমে মহিলাকে আটকে রেখে ৬ বছর ধরে ধর্ষণ, খাওয়ানো হয়েছিল প্রস্রাব

পুনে: স্বঘোষিত ধর্মগুরুর কীর্তি। নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে দাবি করে পুণের আশ্রমে মজুত করেছিলেন প্রচুর গর্ভনিরোধক ওষুধ, মাদক, গয়না এবং লক্ষ লক্ষ টাকা নগদ। শুধু তাই নয়, ৬ বছর ধরে এক গৃহবধূকে কার্যত বন্দি করে রেখে ধর্ষণ করা হয়েছে তাঁকে। জোর করে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাঁকে যৌন নির্যাতনের দৃশ্য ভিডিওবন্দি করে ব্ল্যাকমেলও করেছেন বছরের পর বছর। কথা না শুনলে বিদ্যুতের শক দেওয়া হত তাঁকে। খাওয়ানো হত প্রস্রাব। ওই মহিলার অভিযোগ পেয়ে শেষপর্যন্ত পুণের ওই আশ্রমে হানা দিয়ে ভণ্ড ধর্মগুরু রাধেশ্যাম মিশ্র ওরফে রাধামোহন মিশ্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে ১২টি ল্যাপটপ, ১১টি

এআই ছবি

মোবাইল, ১৯টি হার্ড ডিস্ক। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, পুণের ওয়াঘোলির উবালে নগর এলাকায় মডার্ন গুরুকুল আশ্রমে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অসামাজিক কাজ চলছিল বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

প্রশ্ন উঠেছে, এতদিন ধরে ভণ্ড একজন ধর্মগুরু এমনভাবে তার আশ্রমে এভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, পুলিশ বা প্রশাসন কিছুই বুঝতে পারেনি? নির্যাতিতা মহিলাই অভিযোগ করেছেন, ২০১০ সালে ওই আশ্রমে এসে তথাকথিত ধর্মগুরুর ফাঁদে পড়ে যান তিনি। তারপরে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তাঁর উপরে অকথ্য যৌননির্যাতন, ব্ল্যাকমেলিং। মহারাষ্ট্রের বিজেপি প্রশাসন কি খবর রাখত না, এই ধরনের আশ্রম কীভাবে অসামাজিক কাজকর্মের ডেরা হয়ে উঠছে?

বিজেপির ভোট ভাঙিয়ে কর্নাটকে জিতল কংগ্রেস

ঝাড়খণ্ডের পালটা ধাক্কা

রাঁচি: উচিত শিক্ষা পেল বিজেপি। নিজেদের প্যাঁচে কুপোকাত নিজেরাই। একদিন আগেই ঝাড়খণ্ডে বিরোধীদের ঘর ভাঙিয়েছিল মোদি-শাহর দল। ক্রশ ভোটিং করিয়ে বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থীকে রাজ্যসভায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল তারা। অনৈতিকভাবে অপারেশন লোটাস চালিয়ে কংগ্রেসের ভাগের একটি আসন ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা। এবার তার উলটো ধাক্কা খেল বিজেপি। কর্নাটকে বিরোধী শিবিরের বিজেপি ও জনতা দল সেকুলারের ভোট ভাঙিয়ে নিয়ে রাজ্যসভায় পঞ্চম আসনটি জিতে নিল কংগ্রেস। হিসেব অনুযায়ী এই আসনটিতে জেতার কথা ছিল বিজেপির জোটসঙ্গী জনতাদল সেকুলারের। কিন্তু কর্নাটকের শাসকদল কংগ্রেস বিজেপি ও জনতাদল সেকুলারের ১১ বিধায়কের সমর্থন আদায় করে নিয়ে জিতে নিল পঞ্চম আসনটি। ছাই দিল বিজেপি বাড়া ভাতে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই গভীর অস্বস্তিতে বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এর কৈফিয়ত চেয়েছে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে তলব করেছে দিল্লিতে।

নিট-ইউজি ২০২৬-এর পুনর্পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতি রুখতে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামের ওপর কেন্দ্র যে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তা বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট

বাবরি ধ্বংস মামলার মূল অভিযুক্তের তিরে রামমন্দির ট্রাস্ট

২০০ কোটির কেলেঙ্কারি ঘিরে উত্তাল রাজনীতি

দুর্নীতিতে ক্ষোভ জানিয়ে ম্যানেজমেন্ট ভাঙার দাবি প্রাক্তন আমলা নৃপেন্দ্র মিশ্রর

অযোধ্যা : উত্তরপ্রদেশের যে রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে সারা দেশে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায় বিজেপি, সেই রাম মন্দির ঘিরেই মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। রাম মন্দিরে আসা ভক্তদের বিপুল দানের কোটি কোটি টাকা নয়ছয় ঘিরে নানা অভিযোগ সামনে আসছে। প্রথম থেকেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। এবার সেই অভিযোগই ক্রমশ গভীর হচ্ছে। মুখ বাঁচানোর মতো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া ছাড়া গুরুতর অভিযোগের কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এখনও দিতে পারেনি রামমন্দির ট্রাস্ট। এদিকে এরইমধ্যে অযোধ্যার রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। রামমন্দির ট্রাস্টের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ কোটি টাকার তহবিল তছরুপের বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন 'ধর্ম সেনা ভারত'-এর প্রধান তথা প্রাক্তন করসেবক সন্তোষ দুবে। এই করসেবক বাবরি ধ্বংস মামলার মূল অভিযুক্ত ছিলেন। এই সপ্তাহে তিনি ট্রাস্টের কর্তাদের বিরুদ্ধে পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির পাশাপাশি এই সন্তোষ দুবেও ছিলেন অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। বর্তমান ইস্যুতে নিজের অভিযোগে দুবে দাবি করেছেন, রাম মন্দিরে পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে দৈনিক সোনা-রুপোর গয়না, কয়েন এবং নগদ মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকারও বেশি অনুদান আসে। হিন্দি ভাষায় জমা দেওয়া নিজের অভিযোগে প্রাক্তন করসেবক উল্লেখ করেন, আবেদনকারী হিসেবে আমি প্রায়শই রাম জন্মভূমি মন্দির দর্শনের জন্য যাই এবং সেখানে ভক্তদের দুহাত উজাড় করে দানবাক্সে সোনা, রুপো ও নগদ টাকা দিতে দেখেছি। অনুমান করা যায় যে প্রতিদিন সেখানে ১ কোটি টাকার বেশি অনুদান জমা পড়ে। অথচ এই বিপুল পরিমাণ অনুদান রক্ষা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের ট্রাস্টিদের ওপর ন্যস্ত থাকলেও, তাঁরা সেই অর্থ সুরক্ষিত রাখার বদলে আত্মসাৎ করেছেন। লিখিত অভিযোগে সন্তোষ দুবে সরাসরি

ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বনসল-সহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার নাম জড়িয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বনসল, অনিল মিশ্র, গোপাল রাও এবং চম্পত রাইয়ের গাড়িচালক হিসেবে পরিচিত রামশঙ্কর যাদব ওরফে তিন্নুর মতো কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসাজশে বিরাট দুর্নীতি হয়েছে। এঁরা দানবাক্স থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং সোনা-রূপার অলঙ্কার সরিয়ে ফেলেছেন, যার আর্থিক মূল্য ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এছাড়া ট্রাস্টের কর্মকর্তারা হিসাবের খাতায় জালিয়াতি করেছেন এবং পরিকল্পনা-মাফিক ভুয়ো তথ্য সাজিয়ে মন্দিরের তহবিল তছরুপ করেছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরের সূত্র টেনে দুবে আরও দাবি করেন, মন্দিরে দান হিসেবে আসা রত্নখচিত অলঙ্কার ও কোটি কোটি টাকা বাইরে পাচার করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে কিছু সামগ্রী ইতিমধ্যে ছোটখাটো চোরদের কাছ থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছে এই ঘটনায় দ্রুত এফআইআর দায়ের করার দাবি জানিয়ে দুবে বলেন, ভক্তদের দেওয়া কোটি কোটি টাকা ও মূল্যবান গয়না উদ্ধার এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের স্বার্থে এটি অত্যন্ত জরুরি। একইসঙ্গে সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অভিযুক্তদের 'পলিগ্রাফ টেস্ট' বা লাই-ডিটেক্টর পরীক্ষা করানোরও দাবি জানান তিনি। অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা চম্পত রাই বনসল হলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি এবং শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক। তিনি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ প্রকল্পের তদারকি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। এদিকে রাম মন্দিরের তহবিল তছরুপের এই গুরুতর অভিযোগ সামনে আসতেই উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধী দলগুলি। বিশেষ করে সমাজবাদী পার্টি এই বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে যোগী সরকারকে নিশানা করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত। তা না হলে রাজ্যে আজ এসআইটি গঠনের বদলে নতুন নতুন আইআইটি গড়ে উঠত। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই অযোধ্যার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও জমি কেনাবেচায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে বিরোধীরা সরব ছিল, আর এবার প্রাক্তন করসেবকের এই ২০০ কোটির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে আরও বড় অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

এই আবহে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল : অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করা প্রাক্তন আমলা নৃপেন্দ্র মিশ্রর মন্তব্য। অনুদানের বিপুল অর্থ নয়ছয়ের ইস্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, মন্দিরের বর্তমান ম্যানেজমেন্টকে ভেঙে দিয়ে গোটা বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে হবে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে এই বিষয়ে নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করা এই প্রবীণ আমলা।

ঢাকায় পৌঁছেও রাষ্ট্রপতির সাক্ষাতের অপেক্ষায় ত্রিবেদী

ভারত-বাংলাদেশের তীব্র কূটনৈতিক টানাপোড়েন

ঢাকা: বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিতে এক সপ্তাহ আগে ঢাকায় পৌঁছলেও কার্যত অপেক্ষার কূটনীতিতে বন্দি হয়ে আছেন রাজনীতিক দীনেশ ত্রিবেদী। সাধারণত নতুন কোনো দূত কার্যভার গ্রহণের পর দ্রুত রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র (ক্রেডেনশিয়াল লেটার) পেশ করার রেওয়াজ থাকলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পক্ষ থেকে এখনও সেই সময় মেলেনি।বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত ঢাকায় রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় আগামী দু'দিনও এই সাক্ষাৎ ঘটার সম্ভাবনা নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে— ইচ্ছাকৃতভাবেই কি ভারতের নতুন হাইকমিশনারকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করছে ঢাকা? সাক্ষাতের এই বিলম্ব নিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে চাপ অনুভব করা গেলেও বিষয়টিকে রুটিন কার্যসূচির অংশ হিসেবেই দেখাতে চাইছে বাংলাদেশ সরকার। সে-দেশের বিদেশ মন্ত্রকের এক পদস্থ কর্মকর্তার বক্তব্য, রাষ্ট্রপতির পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির ব্যস্ততার কারণেই এই বিলম্ব। সময় মিললেই দীনেশ ত্রিবেদীকে পরিচয়পত্র পেশের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তবে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল অসন্তোষটি প্রকাশ পেয়ে যায় যখন ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে মনে করিয়ে দেন অতীতের একটি ঘটনা। তিনি বলেন, গত বছর দিল্লিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিতে গিয়ে রিয়াজ হামিদুল্লাহকে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তা স্মরণ করুন। ইট মারলে তো পাটকেল খেতেই হবে! এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বর্তমান টানাপোড়েনের আবহই ঢাকাকে এই 'পাল্টা চাল' চালতে বাধ্য করেছে। গত এপ্রিল মাসে ভারতের প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে নতুন হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে মোদি সরকার। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও পেশাদার কূটনীতিকের পরিবর্তে একজন পুরোদস্তুর রাজনীতিককে ঢাকার গুরুদায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি বিদায়ী হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, যিনি বর্তমানে ব্রাসেলসে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত। গত ১২ জুন প্রথাগত আকাশপথ এড়িয়ে সড়কপথে বাংলাদেশে এসে পৌঁছন দীনেশ ত্রিবেদী। বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অত্যন্ত খোলামেলা বার্তা দেন। তবে অতি সংবেদনশীল 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' ও 'পুশ ব্যাক' প্রসঙ্গটি চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে যান তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নতুন হাইকমিশনার ভারত ও বাংলাদেশের আত্মিক সম্পর্কের ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, ভারত ও বাংলার একই আকাশ, একই বাতাস, একই যন্ত্রণা। আমার তো মনে হচ্ছে না, আমি অন্য কোনও দেশে এসেছি। ভারতের ১৪০ কোটি আর বাংলাদেশের ২০ কোটি— এই মোট ১৬০ কোটি জনগণের জন্য যা ভালো, সামনের দিনে সেই পদক্ষেপই নেওয়া হবে। দুই দেশ মিলে যে শক্তি তৈরি হবে, সেটাই আসল শক্তি; যা পুরো পৃথিবী দেখবে। প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলোর মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই বার্তা সাধারণ মহলে ইতিবাচক হলেও ক্ষুব্ধ করেছে বাংলাদেশের ভারত-বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরকে। জামায়াতে ইসলামি-সহ বেশ কিছু দল ত্রিবেদীর এই দুই দেশকে এক করার বার্তা নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে। একইসঙ্গে তারা এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যাও দাবি করেছে। আপাতত বঙ্গভবনের সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষায় দিন গুনছেন ভারতের এই নতুন দূত, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই দুই প্রতিবেশীর শীতল মনস্তাত্ত্বিক লড়াইকেই সামনে এনে দিচ্ছে।

১৮ জুন, কলকাতার অ্যাক্রোপলিসে হইচই অফিসে 'কুইন্স' সিরিজের কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে সবার সামনে তুলে ধরা হয় মিমি চক্রবর্তীর গাওয়া গান

দুই বিষয় দুই সিরিজ

সম্প্রতি দুটি ডিজাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে দুই বিষয়ের দুটি বাংলা ওয়েব সিরিজ। 'তারকাটা' এবং 'স্বর্গরথ সরগরম'। প্রথমটি থ্রিলার। দ্বিতীয়টিতে তুলে ধরা হয়েছে গ্রাম জীবনের গল্প। আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

তারকাটা

চেনা ছকের বাইরে ধুন্ধুমার অ্যাকশন, ডার্ক হিউমার আর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের এক অনবদ্য কুইজিন হাজির হল দর্শকের দরবারে। ১২ জুন, বাংলা জি ফাইভ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ 'তারকাটা'। অপরাধ, প্রতিশোধের আগুন এবং মানুষের মনের জটিল মনস্তত্ত্বকে এক সুতোয় বেঁধেছে সিরিজটি। এর হাত ধরেই 'বিক্রম চ্যাটার্জী ফিল্মস'-এর ব্যানারে প্রযোজক হিসেবে নিজের নতুন ইনিংস শুরু করলেন টলিউড অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, একদম শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল একটা টিম হিসেবে কাজ করা এবং বাংলা ওটিটি-র দর্শকদের এমন এক লার্জ-স্কেল বা মাত্রার কনটেন্ট উপহার দেওয়া, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। সফরটা যেমন কঠিন ছিল, তেমনই তৃপ্তিদায়ক। আশা করি, এই সিরিজের তীব্রতা, রোমাঞ্চ ও আবেগ দর্শককে ছুঁতে পারবে।

প্রিয়াঙ্কা সরকার

মূল গল্প আবর্তিত হয়েছে অগ্নি নামের এক প্রাক্তন নামী পুলিশ অফিসারকে কেন্দ্র করে, যাঁর জীবন এক অতর্কিত মোড়ে এসে থমকে গেছে। বর্তমানে তিনি যেন এক ভগ্নপ্রায় মানুষ। স্মৃতিশক্তিহীন, নেশায় আসক্ত এবং লক্ষ্যহীন। তাঁর শরীর সহিংসতা ও ন্যায়বিচারের কথা মনে রাখলেও, তাঁর মন যেন আর তাতে সাড়া দেয় না। এই চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়।

ছন্দা-র চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। চরিত্রটি একজন পেশাদার মানুষের, যিনি সহানুভূতিশীল ও সংযত। নিজের আবেগ সহজে প্রকাশ করেন না। মৃত্যুকে কেবল একটি বস্তুনিষ্ঠ বা চিকিৎসাগত বিষয় হিসেবেই বোঝেন, কিন্তু এর মানসিক বা আবেগীয় ভারকে তিনি মেনে নেননি।

এই সিরিজের হাত ধরেই বলিউড গায়ক ও অভিনেতা মেয়াং চ্যাং তাঁর প্রথম বাংলা প্রজেক্টে পা রাখলেন। তাঁর অভিনীত চরিত্রের নাম ডোডো। তিনি নিজেকে প্রগতিশীল, জনহিতৈষী এবং আধুনিক মনস্ক হিসেবে তুলে ধরেন। তবে তাঁর এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে চরম নিষ্ঠুরতা ও বিকৃত মানসিকতা। অশোক চৌধুরির চরিত্রে জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, বুম্বা বাগচীর চরিত্রে সত্যম ভট্টাচার্য এবং টিনটিনের চরিত্রে আয়ুষ দাস যথাযথ অভিনয় করেছেন।

সিরিজটি পরিচালনা করছেন শমীক রায়চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, এটা কেবল একটা গতানুগতিক থ্রিলার প্লেটার নয়। এর মূলে রয়েছে মানুষের স্মৃতির ক্ষত, যা একটা মানুষকে প্রতিশোধের রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করে।

স্বর্গরথ সরগরম

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আট-এ ১৭ জুন মুক্তি পেয়েছে সাত পর্বের নতুন ওয়েব সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম'। তুলে ধরা হয়েছে এক গ্রাম জীবনের গল্প। এই গল্পের মূল চরিত্র বলহরি। তিনি একটা শববাহী গাড়ি কিনেছেন। বলহরি চান একদিনও যেন গাড়িকে বসে থাকতে না হয়। ওদিকে গ্রামের এক ডাক্তার মানুষের মৃত্যু আটকাতে মরিয়া। অনেকেই চায় শববাহী গাড়িটা যেন না চলে। বলহরির ছেলে মন্টা চায় গাড়িটা চলুক। কেননা ব্যবসাটা তার বাবা শুরু করেছেন। সে বাবাকে সমর্থন করে, পরিবারের পাশে থাকে। নিজের প্রেম-ভালোবাসা নিয়েও স্বপ্ন দেখে। বলহরির স্বর্গরথের ভবিষ্যৎ নিয়ে গ্রাম সরগরম। শুরু হয় রাজনীতি। পক্ষে-বিপক্ষে এগিয়ে আসেন অনেকেই। ঘটতে থাকে হুলুস্থুল কাণ্ড।

স্বর্গরথ সরগরম-এর একটি দৃশ্য

বলহরি চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন লোকনাথ দে। তিনি তাঁর চরিত্রের আবেগ, সংলাপ এবং শারীরিক ভাষা এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা দর্শকের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। পূষণ দাশগুপ্ত, আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অসীম রায়চৌধুরী, দুর্বার শর্মা প্রমুখের অভিনয়ও মনে রাখার মতো।

সিরিজটি পরিচালনা করেছেন অরিজিৎ তোতন চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন, এটা কেবল একটা শববাহী গাড়ির গল্প নয়; এটা এমন এক মানুষের গল্প, যিনি প্রতিকূলতার কাছে হার মানতে অস্বীকার করেন। নিজের পরিবারের ভরণপোষণ এবং সমাজে সম্মান অর্জনের জন্য বলহরির যে দৃঢ় সংকল্প, তা অসংখ্য সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন। আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে যে বিষয়টি, সেটা হল প্রথাগতভাবে শোক ও জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে যুক্ত একটি বাহন কীভাবে আশা, টিকে থাকা এবং পরিবর্তনের প্রতীকে পরিণত হতে পারে। গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শববাহী গাড়িটি যেন নিজস্ব এক আবেগীয় সত্তা লাভ করে এবং আশেপাশের সবার জীবনের এক নীরব অংশীদার হয়ে ওঠে। হাস্যরস, আবেগ এবং গ্রামীণ জীবনের অনন্য সব অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা এমন একটি গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যা একই সঙ্গে উপভোগ্য, হৃদয়স্পর্শী এবং গভীর মানবিক। আমার বিশ্বাস, দর্শকরা এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে মিশে যাবেন, তাঁদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ানোর ও অবিচল থাকার বার্তাটি নিজেদের মধ্যে ধারণ করবেন।

সিরিজটি ইমান চক্রবর্তীর একটি মৌলিক গল্পের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। পেলে ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। সৌপ্তিকের সুরে টাইটেল ট্র্যাকটি গেয়েছেন অরিত্র দাশগুপ্ত।

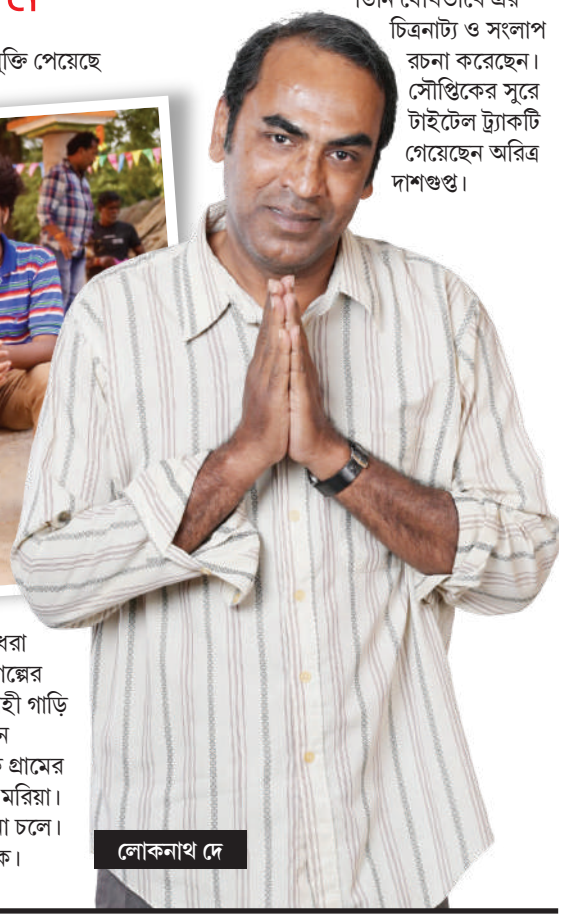
লোকনাথ দে

মাঠে ময়দানে

20 June, 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

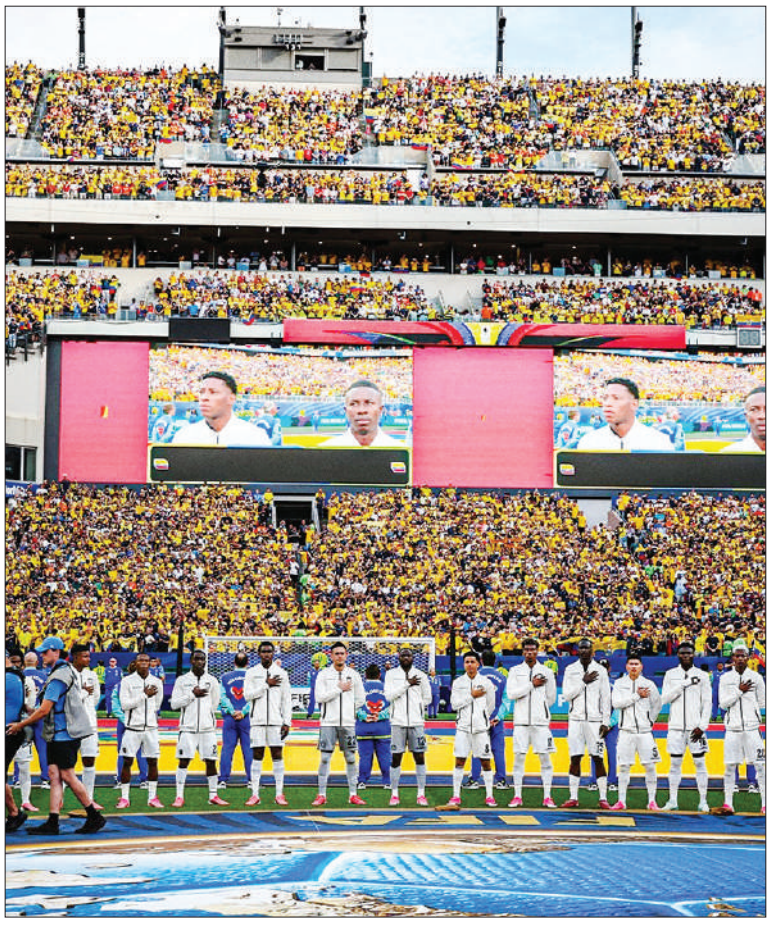

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে আমেরিকায় যাতায়াত নিয়ে বিধিনিষেধ, ফিফায় অভিযোগ জানাচ্ছে ইরান

মাঠে ময়দানে

20 June, 2026 • Saturday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২০ জুন ২০২৬
শনিবার

ভারত-আফগানিস্তান

শেষ ম্যাচে দলে হর্ষিত

চেন্নাই, ১৯ জুন : ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে গত পঁচিশেক ওডিআই পেয়েছে ভারত। তাঁর মধ্যে দুটো হয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২-০ এগিয়ে আছে শুভমনের গিলের দল। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ। ভারত জিতলে পরিষ্কার হোয়াইটওয়াশ।

অতএব, চেন্নাইয়ের এই ম্যাচ এখন নিয়মরক্ষার। বড়জোর ৩-০ হতে পারে বা ২-১। কিন্তু তাতে সিরিজের ভাগ্য বদলাবে না। কিন্তু বিশ্বকাপ মাথায় রাখলে এই আবহে টুকটাক পরীক্ষা সেড়ে নেওয়া যেতে পারে। আর সেটাই করছেন ভারতীয় নির্বাচকরা।

এই মাচের জন্য ডেকে নেওয়া হয়েছে হর্ষিত রানাকে। তাঁকে কার্যত হার্দিক পান্ডিয়ার জায়গায় নেওয়া হল। হার্দিক সিরিজের আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের জন্য টি-২০ বিশ্বকাপ ও আইপিএলে খেলতে পারেননি হর্ষিত। দীর্ঘদিন বাইরে ছিলেন এই ফাস্ট বোলার।

হর্ষিতকে অবশ্য ইউরোপ সফরের দলে রাখা হয়েছে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে টি-২০ সিরিজ রয়েছে ভারতীয় দলের। শ্রেয়স আইয়ার এই দলের নেতৃত্ব দেবেন। হর্ষিতকে এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের ম্যাচে ডেকে নেওয়া হল যাতে সফরের আগে কিছুটা ম্যাচের উত্তাপ পেতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ১৪টি একদিনের ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে হর্ষিতের। আছে ২৬টি উইকেট।

চেন্নাই উইকেটে স্পিনাররা সুবিধা পায়। তবে গরম একটা সমস্যা। ভারতীয় ব্যাটিং দারুন জায়গায় রয়েছে। শুভমন দুই ম্যাচে ৮৪ ও ১৫৪ করেছেন। আগের ম্যাচে ঈশান কিশান ১২৫ ও রোহিত ৪৮ রান করেন। রোহিতের ব্যাটে আরও রান চাই। যাতে বিশ্বকাপে নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারেন। আফগানিস্তানের জন্য ব্যাটিংয়ে সবথেকে বড় ভরসা রহমানুল্লাহ গুরবাজ। বোলিংয়ে রশিদ খান। চেন্নাইয়ের উইকেটে রশিদ কিন্তু সুবিধা পেতে পারেন।

রেফারিংয়ে তিন নারী, নজির গড়ল আমেরিকা

আটলান্টা, ২০ জুন : টোরি পেনসো। ব্রুক মায়ো এবং ক্যাথরিন নেসবিট। ইতিহাসের পাতায় উঠে গেল এই ত্রয়ী। এই প্রথমবার ছেলেদের ফুটবল বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ পরিচালনা করলেন আমেরিকার তিন মহিলা রেফারি। আটলান্টায় চেক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের রাশ ছিল তাঁদের হাতেই। এর আগে কাতার বিশ্বকাপে প্রথমবার মহিলা রেফারিরা বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। সেখানে ফরাসি রেফারি স্টেফানি ফ্রাপার্ট ও তাঁর সহকারীরা ইতিহাস গড়েছিলেন। আটলান্টায় তিন মহিলা হিসেবে ফের ইতিহাসে নাম লেখালেন পেনসো, মায়ো ও নেসবিট। ৩৯ বছরের পেনসো ২০২১ থেকে ফিফার রেফারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

টোরি, মায়ো এবং ক্যাথরিন।

অসুস্থ মেসির বাবা, তাই নেই বিশ্বকাপে

কানসাস সিটি, ১৯ জুন : বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে ভক্তদের মন ভরিয়েছেন তিনি। সেই আনন্দের মধ্যেই আচমকা উদ্বেগের প্রহর কাটাতে হয়েছে লিয়োনেল মেসিকে। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির বাবা জর্জে মেসির অসুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে খবর রটে যায় যে, মেসির বাবা নাকি প্রয়াত হয়েছেন। সেই কারণেই আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে গোল করার পর চোখের জল সামলাতে পারেননি। এমন গুজব ভালভাবে নেয়নি মেসির পরিবার। এই খবরকে ভিত্তিহীন বলে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে তারা।

মেসির পরিবারের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, সিনিয়র মেসি অসুস্থ এবং তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে যে খবর বাইরে রটেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সিনিয়র মেসির চিকিৎসা ঠিকঠাক চলছে এবং তাঁকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। দয়া করে এমন অমানবিক খবর রটাবেন না। আমাদের কাছে এটি ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয়। না খোঁজখবর নিয়ে অহেতুক ভিত্তিহীন খবর ছড়াবেন না। এই সংক্রান্ত তথ্য একমাত্র মেসি পরিবারের কাছেই রয়েছে।

বাবার সঙ্গে মেসি। ফাইল চিত্র

সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার আবেদন করা হয়েছে মেসি পরিবারের পক্ষ থেকে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এমন কঠিন সময়ে আমরা সকলের কাছে আরও সংবেদনশীল এবং মানবিক ভূমিকা আশা করব।

ভারতেরও প্রতিনিধিত্ব করছি, গর্বিত সরপ্রীত

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯ জুন : প্রথম শিখ ফুটবলার হিসেবে চলতি বিশ্বকাপে মাঠে নেমে ইতিহাস গড়েছেন নিউজিল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত মিডফিল্ডার সরপ্রীত সিং। ২৭ বছরের ফুটবলার ইরানের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের মাঝমাঠকে নেতৃত্ব দিয়ে নজর কাড়েন। ম্যাচ ড্র হয়। পরের মিশর ম্যাচের প্রস্তুতির ফাঁকে সরপ্রীত জানিয়েছেন, শুধু নিউজিল্যান্ডের নয়, তিনি ভারতেরও প্রতিনিধিত্ব করছেন বিশ্বকাপে। তাঁর অংশগ্রহণ আরও অনেক পাঞ্জাবি, শিখ এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারকে বিশ্ব ফুটবলের মঞ্চে উঠে আসার পথ দেখাবে।

সরপ্রীতের শিকড় পাঞ্জাবের জলন্ধরে। সেখান থেকেই তাঁর বাবা-মা কর্মসূত্রে নিউজিল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। সান দিয়েগোয় টিম হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সরপ্রীত বলেছেন, এই সাফল্য আমার কাছে বিরাট বড় ব্যাপার। আমার পরিবার, কাছের মানুষ এবং আমার সম্প্রদায়ের জন্যও এই সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি প্রথম হতে পেরে গর্বিত। আমার পরে যারা আসবে তাদের জন্য পথ সুগম করতে পেরে আনন্দিত। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও শিখ, পাঞ্জাবি এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারকে এই পর্যায়ে দেখতে পাব।

কয়েক বছর আগে ভারতে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলতে এসেছিল নিউজিল্যান্ড। ২-১ গোলে জিতে ফিরেছিল কিউয়ি ফুটবল দল। সরপ্রীত বলেন, ভারতীয়দের সমর্থন আমি ভুলিনি। সবসময় মনে করি, আমি শুধু নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করছি না, ভারতেরও প্রতিনিধিত্ব করছি। তাই সর্বদা চেষ্টা করি, মাঠে নিজের সেরাটা দিতে।

স্ট্রাইকার নির্বাচন নিয়ে ধন্দে আছেন স্কালোনি

কানসাস সিটি, ১৯ জুন : কাতারে যেখানে শেষ করেছিল দল, বিশ্বকাপ ধরে রাখার মিশনে এবার সেখান থেকেই শুরু করেছে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসির মায়াবি হ্যাটট্রিকে প্রথম ম্যাচে আলজিরিয়াকে সহজেই হারিয়েছে নীল-সাদা বাহিনী। অথচ কোচ লিয়োনেল স্কালোনির মাথায় এক 'মধুর সমস্যা' ভর করেছে। শুক্রবার থেকে অস্ট্রিয়া ম্যাচের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়েছে। সোমবার ডালাসে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১০টায় ম্যাচ। সেখানে মেসিদের কোচের বড় দোলাচল নাম্বার নাইন বা স্ট্রাইকারের পজিশনটি নিয়ে।

দলের তারকাখচিত আক্রমণভাগের চূড়ায় কাকে রাখবেন স্কালোনি? সেই চেনা লড়াইয়ে আরও একবার মুখোমুখি লাউতারো মার্টিনেজ ও জুলিয়ান আলভারেজ। দু'জনের কাকে শুরু থেকে খেলাবেন তা নিয়েই দ্বিধাগ্রস্ত আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী কোচ।

আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পরদিন কেবল জিম সেশনেই সীমাবদ্ধ ছিল মেসিদের ট্রেনিং। তবে শুক্রবার কানসাসের মাঠেই চুটিয়ে অনুশীলন সারেন ফুটবলাররা। সেখানে দুটো অ্যাটাকিং কম্বিনেশনকে পরখ করেন স্কালোনি। প্রথম ম্যাচে ইন্টার মিলানের লাউতারোকে শুরুতে আক্রমণভাগে রেখে দল নামিয়েছিলেন স্কালোনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তাঁর জায়গায় নামেন আলভারেজ। ঠিক যেন কাতার বিশ্বকাপের চিত্রনাট্য! অথচ বিশ্বকাপের আগে স্কালোনির প্রথম পছন্দ ছিলেন আলভারেজ। কিন্তু ফর্ম এবং পরিস্থিতির মারপ্যাঁচে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ থেকে শুরুর একাদশে জায়গা পাকা করে নিয়েছিলেন আলভারেজ। বাকিটা ইতিহাস। সেমিফাইনালে জোড়া গোল-সহ নক আউটে মোট চার গোল করেছিলেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড।

একজন কোচ দলে ভারসাম্য রাখতে সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমের দাবি, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লাউতারোকে বেঞ্চে রেখে আলভারেজকে শুরু থেকে খেলাতে পারেন স্কালোনি। দলে ভিতরের এই লড়াইকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন গোলকিপার কোচ কার্লোস নাভারো। তিনি বলেছেন, এটা যেমন দারুণ এক সংশয়, তেমনই এক স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা।

বিরতিতে ইংল্যান্ড কোচ টুহেলের ভাষণই ফুটবলারদের তাতিয়ে দিয়েছিল। ফুটবল মহলের এমনই খবর

হার কোরিয়ার, এবার নক আউটে মেক্সিকো

গোলের উচ্ছ্বাস লুইস রোমোর। কোরিয়া ম্যাচে।

গুয়াদালাজারা, ১৯ জুন : দক্ষিণ কোরিয়া যে তাদের সহজে জিততে দেবে না সেটা জানাই ছিল। ঠিক সেরকমই কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর মেক্সিকো শুক্রবার (ভারতীয় সময়) দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জয়সূচক গোলটি করেন লুইস রোমো।

ঘরের মাঠে তুমুল জনসমর্থন নিয়ে নেমেছিল মেক্সিকো। প্রথম ম্যাচে জেতার ফলে তিন পয়েন্ট ছিল তাদের পকেটে। এবার দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে যাওয়ার রাস্তা মোটামুটি পরিষ্কার করে ফেললো তারা। দক্ষিণ কোরিয়াকে এখন দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অন্তত ড্র করতে হবে যাতে পরের রাউন্ডের দরজা খোলা রাখা যায়।

মেক্সিকো প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছিল। তারা জানত এই ম্যাচে কিছু না হোক ড্র করলেও পরের রাউন্ডের আশা থাকবে। দক্ষিণ কোরিয়াও বোধহয় সেটা ভেবেই নেমেছিল। ফলে প্রথমার্ধে কেউ বেশি আক্রমণের রাস্তায় যায়নি। তবু রবের্তো আলভারাডো বিরতির আগে মেক্সিকোর জন্য গোলের বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন জুলিয়ান কুইনোন্সকে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার গোলকিপার কিম সিইং গাউই অসাধারণ দক্ষতায় তা আটকে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন রোমো। একটা সাধারণ এরিয়াল বল বক্সের মধ্যে ঠিক মতো ধরতে পারেননি দক্ষিণ কোরিয়ার গোলকিপার। তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বল রোমোর কাছে গেলে তিনি খালি নেটে ১-০ করে দেন। ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কোরীয়রা আক্রমণে চাপ বাড়িয়েছিল। পরিবর্ত চো কুই সুঙ্গ জোরালো শট নিলে সেটা প্রতিহত করেন মেক্সিকোর গোলকিপার রাউল র‍্যাঙ্গেল। এই নিয়ে এশীয় দলের বিরুদ্ধে টানা ছ'টি ম্যাচ জিতল মেক্সিকো।

বাদ পড়তেই মনিকার প্রশ্ন

নয়াদিল্লি : এশিয়ান গেমসের দল থেকে বাদ পড়ার কারণ জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন ভারতীয় টেবল টেনিস তারকা মনিকা বাত্রা। ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্রীড়ামন্ত্রক ও আইওএ-কে চিঠি দিয়ে হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন মনিকা। ভারতীয় টিটি তারকা চিঠিতে লিখেছেন, আমি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী এবং আইওএ-র নেতৃত্বকে অনুরোধ করছি এশিয়ান গেমসের দল নির্বাচনে স্বচ্ছতার বিষয়টি দেখার জন্য। ২০১৮ এশিয়ান গেমসে মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জজয়ী মনিকা চিঠিতে লিখেছেন, আমার র‍্যাঙ্কিং এখন ৫১। ৫০-এর সামান্য বাইরে। আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে র‍্যাঙ্কিংই পার্থক্য গড়ে দিল।

বাইরে শ্রেয়ঙ্কা

লন্ডন : মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপে বড় ধাক্কা ভারতের। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচের আগেই চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অফ স্পিনার শ্রেয়ঙ্কা পাতিল। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোড়ালিতে গুরুতর চোট পান তিনি। শুক্রবার ভারতীয় বোর্ড জানিয়েছে, শ্রেয়ঙ্কার পক্ষে টুর্নামেন্টে খেলা আর সম্ভব নয়। ২৪ বছরের প্রেমা রাওয়াত যোগ দিচ্ছেন ভারতীয় দলের সঙ্গে।

তোপের মুখে ফ্রান্স শিবির

ওই সেরা, রড্রিকে আড়াল ফুয়েন্তের

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুন : কেপ ভার্দের সঙ্গে ড্র করার পর সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন স্পেনের অধিনায়ক রড্রি। আর এই সমালোচনা নিজের গায়ে মেখে স্পেন কোচ ফুয়েন্তে বলেছেন, তাঁর অধিনায়ককে এসব বলা যথেষ্ট অপমানজনক ব্যাপার।

স্পেনের এই ড্রয়ের পর এইচ গ্রুপে সবাই দাঁড়িয়েছে ১ পয়েন্টে। ফলে রবিবারের ম্যাচের আগে সব দলকে ঘিরে রেখেছে একরাশ অনিশ্চয়তা। স্পেনের জন্য পরস্থিতি খুব অস্বস্তিকর। যেহেতু তাদের অন্যতম ফেবারিট বলা হচ্ছে। সবথেকে বেশি টার্গেট হয়েছেনঅধিনায়ক। যাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ফরাসি কোচ বলেছেন, দুনিয়ার সেরা ফুটবলারকে লোকে যা খুশি বলছে। এটা আমার কাছে খুব অপমানজনক মনে হচ্ছে। অন্য যাদের দুনিয়ার সেরা ফুটবলার বলা হয়, ওরা কি তাদের এসব বলতে পারবে? পারবে না।

ফুয়েন্তে সরাসরি রড্রিকে দুনিয়ার সেরা ফুটবলার শুধু বলেননি, তাঁর দাবি রড্রি সেরা ফর্মে না থাকলেও আর পাঁচজন মিডফিল্ডারের থেকে এগিয়ে থাকবেন। রড্রির চট করে ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝতে পারা, দলের ব্যালান্স ঠিক জায়গায় রাখা এসব স্পেন দলকে প্রেরণা যোগায়। তাঁর কথায়, স্পেনীয়রা শুধু নিজেরটা দেখবে, অন্যদিকে তাকাবে না। রড্রি নিজের জায়গায় দুনিয়ার সেরা ফুটবলার। ৫০ শতাংশ দিলেও অন্য মিডফিল্ডারদের থেকে এগিয়ে থাকবে।

বিশ্বের দু'নম্বর দল স্পেনকে রুখে দিয়ে এবারের বিশ্বকাপে সবথেকে বড় অঘটন ঘটিয়েছে কেপ ভার্দে। আটলান্টায় বর্তমান ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নরা গোলশুন্য ড্র করেছে কেপ ভার্দের সঙ্গে। কেপ ভার্দে এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ। স্পেন ২৭টি গোলে শট নিয়েও তাদের ডিফেন্সকে টলাতে পারেনি।

ডেভিডের হ্যাটট্রিক, কানাডার প্রথম জয়

কানাডা ৬ কাতার ০

ভ্যাঙ্কুভার, ১৯ জুন : ফুটবল বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচ জিতে ইতিহাস গড়ল কানাডা। তাও আবার ঘরের মাঠে কাতারকে ৬-০ গোলে চূর্ণ করে। টরন্টোর ভ্যাঙ্কুভার স্টেডিয়ামে উপস্থিত ৫৪ হাজার দর্শক ইতিহাসের সাক্ষী থাকলেন। হ্যাটট্রিক করে কানাডার জয়ের নায়ক জোনাথন ডেভিড। ম্যাচে ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও। জোড়া লাল কার্ড, ভয়ঙ্কর চোটে পা ভাঙা, শেষে দু'দলের সংঘর্ষ— উত্তেজক ম্যাচে উপাদান কম ছিল না। ম্যাচের একটা বড় সময় ন'জনে খেলতে হয় কাতারকে। কানাডাও জয়ের ব্যবধান সহজেই বাড়িয়ে নিয়ে যায়।

কানাডার বড় ব্যবধানে জয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে যায় তাদের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার ইসমায়েল কোনের ভয়ঙ্কর চোটে। পা ভেঙে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন তিনি। হ্যাটট্রিককারী ডেভিডকেও চিন্তিত দেখিয়েছে ম্যাচের পর। তিনি বলেন, ও এই দলের সব কিছু। এটা আমাদের জন্য কঠিন সময়। কিন্তু আমাদের শক্ত থাকতে হবে। ইসমায়েলের জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চোট পাওয়া এই ফুটবলারের পাশেই থাকবে দেশ। তিনি আবার ফিট হয়ে জাতীয় দলে খেলবেন।

হ্যাটট্রিক করে কানাডার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন ডেভিড। ৭৯ ম্যাচে ৪২ গোল তাঁর। এদিন ১৬ মিনিটে প্রথম গোল কাইল ল্যারিনের। ডেভিড ২৯, ৪৮ ও ৯২ মিনিটে তিনটি গোল করেন। ৬৪ ও ৭৫ মিনিটে যথাক্রমে নাথান সালিবা ও মহম্মদ মানাই বাকি দু'টি গোল করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কাতারের আসিম মাদিবো-র কড়া ট্যাকলে পা ভাঙে কোনের। কাতারের মাদিবোকে লাল কার্ড দেখতে হয়। তার আগে প্রথমার্ধের ৩৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন কাতারের হোমাম আহমেদ। ম্যাচ শেষে ফুটবলারদের সঙ্গে দু'দলের কোচকেও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

বিশ্বকাপে আজ

ব্রাজিল বনাম হাইতি
(সকাল ৬টা, ফিলাডেলফিয়া)
প্যারাগুয়ে বনাম তুরস্ক
(সকাল ৮.৩০, সান ফ্রান্সিসকো)
নেদারল্যান্ডস বনাম সুইডেন
(রাত ১০.৩০, হাউস্টন)
জার্মানি বনাম আইভরি কোস্ট
(রাত ১.৩০, টরন্টো)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

মেসির পর এই বিশ্বকাপে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক জোনাথন ডেভিডের।

যুবি হয়তো দিল্লির কোচ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : ২০২৭-এর আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচিং গ্রুপে দেখা যাবে যুবরাজ সিংকে। আগামি দু'বছরের জন্য এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্বে থাকবে জেএসডব্লু। জানা গিয়েছে কোচিং স্টাফেদের মাথায় থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ডাগআউটে পুরোনো সতীর্থ যুবরাজকে চান। বেশ কয়েকজন আইপিএল ক্রিকেটারের মেন্টর হলেও যুবরাজ এই প্রথম আইপিএলে কোচিং করাবেন। আশিস নেহরা, জাহির খান, বীরেন্দ্র শেহবাগ-সহ যুবরাজের সতীর্থদের অনেকেই আইপিএলে কোচিং করিয়েছেন। এবার যুবরাজের পালা। অভিষেক শর্মাদের মতো জুনিয়র ক্রিকেটারদের তিনি যেভাবে নিজের হাতে তৈরি করেছেন সেটা অনেকের প্রশংসা পেয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোস্টনে তুমুল ব্যবসা চালাচ্ছে বিয়ার পাবগুলি। স্কটল্যান্ড থেকে আসা সমর্থকরা তা নিমেষে শেষ করে দিচ্ছেন। দোকান মালিকরা খুশি

মাঠে ময়দানে

20 June, 2026 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২০ জুন ২০২৬
শনিবার

আইভরি কোস্টের গতিই আজ চিন্তা জার্মানির, ভিসা এলিকে

চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে জার্মানি। অনুশীলনে মুসিয়ালা, আক্রমণে ভরসা দলের।

টরন্টো, ১৯ জুন : নবাগত কুরাসাওকে সাত গোলের সুনামিতে ভাসিয়ে বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করেছে চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি। গত দুই বিশ্বকাপের দুঃস্বপ্ন ভুলে খেতাব পুনরুদ্ধারে মরিয়া জার্মান ব্রিগেড। শনিবার টরন্টোয় দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে জুলিয়ান নাগেলসমানের দল। সামনে এবার আফ্রিকান জায়ান্ট আইভরি কোস্ট। জার্মানদের মতো তারাও নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইকুয়েডরকে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছে। 'ই' গ্রুপ থেকে নক আউট নিশ্চিত করার পরীক্ষায় দু'দল। দু'দলেরই ৩ পয়েন্ট।

আইভরির গতিই ভাবাচ্ছে নাগেলসমানকে। তাই জার্মান কোচ অনুশীলনে দু'টি ফর্মেশনে দলকে অনুশীলন করিয়েছেন। জানা গিয়েছে, প্রথম ম্যাচের ৪-২-৩-১ ফর্মেশন বদলে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে ৫-৪-১ ছকে দল নামাতে পারেন নাগেলসমান। পাঁচ ব্যাকে খেললে লেরয় সানেকে ডিফেন্সে খেলতে হবে জশুয়া কিমিচ, জোনাথন তাহদের পাশে। সেক্ষেত্রে চার মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান উইৎজ, আলেকজান্ডার পাভলোভিচ, ফেলিক্স ও জামাল মুসিয়ালা। একমাত্র স্ট্রাইকার হিসেবে থাকবেন কাই হাভার্টজ। আইভরি ফুটবলারদের গতি সামাল দিতেই রক্ষণ সংগঠন আরও মজবুত করতে চাইছেন জার্মান কোচ। বিকল্প ফর্মেশন ৪-২-২-২। সেক্ষেত্রে দু'জন ডিফেন্সিভ ব্লকার রেখে জোড়া স্ট্রাইকারে আক্রমণে ঝড় তুলতে পারে জার্মানি। সেক্ষেত্রে আপফ্রন্টে হাভার্টজ ও মুসিয়ালা থাকবেন। দুই উইংয়ে অপারেট করবেন সানে ও উইৎজ। গোলে যথারীতি অভিজ্ঞ ম্যানুয়েল নয়্যার।

শক্তিশালী জার্মানির মুখোমুখি হওয়ার আগে আইভরি কোস্টের জন্য স্বস্তির খবর, দলের তারকা স্ট্রাইকার এলি ওয়াহিকে ভিসা মঞ্জুর করল কানাডা সরকার। আইভরির ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, কানাডায় প্রবেশের অনুমতি মিলেছে। দলের সঙ্গেই যাচ্ছেন এলি।

পরীক্ষা নেদারল্যান্ডসের। ভ্যান ডাইকদের প্রস্তুতি।

সুইডেনের বিরুদ্ধে ডাচদের কাঁটা চোট

হাউস্টন, ১৯ জুন : জাপানের বিরুদ্ধে পয়েন্ট হারিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া নেদারল্যান্ডস 'এফ' গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। জয়ে ফেরার লড়াইটা অবশ্য সহজ নয় ভার্জিল ভ্যান ডাইকদের জন্য। একদিকে সামনে সুইডেনের মতো জায়ান্ট কিলার, যারা তিউনিশিয়াকে পাঁচ গোল দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছে। ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে সুইডিশরাই। অন্যদিকে ডাচ মিডফিল্ডার কুইনটেন টিমবারের চোট। অনুশীলনে মাথায় চোট পেয়েছেন। সুইডেনের বিরুদ্ধে তাঁকে পাবে না নেদারল্যান্ডস। ডাচ ফুটবলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা মেমফিস ডিপেরও থাই মাসলে হালকা চোট রয়েছে।

প্রথম ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে অবশ্য পরিবর্ত হিসেবে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেছিলেন ডিপে। এখনও একশো শতাংশ ফিট নন বলেই খবর। এখন দেখার সুইডেনের বিরুদ্ধে ডিপেকে শুরু থেকে কোচ ব্যবহার করেন কি না। জাপানের বিরুদ্ধে ছয় মিনিটের ব্যবধানে ডাচ কোচ কোমানের তিনটি পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে গাকপোদের কোচ বলেছেন, পরিস্থিতির বিচারে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমাদের সুইডেন ম্যাচে সব দিক থেকে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ভুল শুধরে খেলায় উন্নতি করতে হবে।

সুইডেনের ভয়ঙ্কর দুই স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার ইসাক ও ভিক্টর গিয়োকেরাসকে থামানোর পরীক্ষা ভ্যান ডাইকদের কাছে। সুইডেনের কোচ গ্রাহাম পটার বলেছেন, আমাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা। ডাচরা ভিন্ন প্রতিপক্ষ। তবে আমরা প্রস্তুত।

চাপ বাড়ল হাকিমির

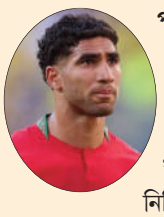

প্যারিস, ১৯ জুন : আশরাফ হাকিমির জন্য খারাপ খবর বিশ্বকাপের মধ্যেই। তাঁকে ধর্ষণ মামলায় ট্রায়ালে দাঁড়াতে হবে। নানতেরের ফরাসি প্রসিকিউটর নিশ্চিত করেছেন। এক মহিলা অভিযোগ করেছিলেন ২০২৩-এ যখন তাঁর বয়স ২৪ ছিল, হাকিমি নিজের বাড়িতে তাঁকে ধর্ষণ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রায়াল ছিল। এই ট্রায়াল বাতিলের আবেদন করেছিলেন হাকিমি, কিন্তু সেই আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে। ২০২৩-এর মার্চে তদন্ত শুরু হয়েছিল। ২৭ বছরের হাকিমি পিএসজির হয়ে ফরাসি লিগে খেলেন। বর্তমানে মরক্কোর অধিনায়ক হিসাবে বিশ্বকাপে খেলছেন। হাকিমি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, তিনি বিখ্যাত না হলে হয়তো তাঁকে ঘিরে এসব প্রশ্ন উঠত না। তাঁর কথায়, আমি এতদিন চুপ করে মর্যাদা বজায় রেখেছিলাম। আমার পরিবার, আমার জীবন এবং সর্বোপরি সত্য এতে ঘা খেয়েছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি সহজ টার্গেট হয়েছি। আমি প্রথম দিন থেকে ট্রায়ালের অপেক্ষায় ছিলাম। এবার অন্তত কথা বলতে পারব। হাকিমির ট্রায়াল কবে শুরু হবে সেটা এখনও বলা হয়নি। হাকিমি বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন। সেখানেই তাঁদের গ্রুপের তিনটি ম্যাচ রয়েছে। কিন্তু মরক্কো পরের রাউন্ডে গেলে কানাডা বা মেক্সিকোতে হাকিমির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। গত সপ্তাহে ঘানার ফুটবলার টমাস পার্টিকে কানাডায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি প্রথম ম্যাচে খেলার জন্য। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ-সহ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্বকাপই শেষ, ঘোষণা ন্যয়ারের

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুন : বিশ্বকাপের মাঝেই জামানির গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যয়ার ঘোষণা করলেন এই শেষ, এরপর আর খেলবেন না। যার অর্থ বিশ্বকাপে জার্মানির শেষ ম্যাচই হবে তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এই নিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বাপে খেলতে আসা ন্যয়ারের এখন ৪০ বছর বয়স।

২০২৪-এ ইউরো কাপের পর অবসর নিয়েছিলেন ন্যয়ার। কিন্তু দেশের স্বার্থে ফিরে এসে বারপোস্টের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশ্বকাপেও খেলছেন কিন্তু আর নয়। এবার তিনি বিদায় জানাতে চলেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তিনি বলেন, অনেক ভেবেচিন্তেই ২০২৪-এ অবসর নিয়েছিলাম। আমার মতে সেটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। এখন তিনি যা বলছেন তাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে আর টানতে পারছেন না। ন্যয়ারের কথায়, গত দু'বছর ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবলের চাপ আমার জন্য একটু বেশিই মনে হচ্ছে। তাই পরিস্কার করে বলতে চাই, এটাই আমার শেষ

প্রতিযোগিতা। দু'বছর পর আবার ইউরো কাপে খেলার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আগের ম্যাচে মাঠে নামার সময়েই ঠিক করেছিলাম যে শেষ ক'টা ম্যাচ খেলব। আর সব ম্যাচেই খেলতে চাই। অবসরের কথা ভেবে বিশেষ কোনও জার্সি নিয়ে আসিনি এখানে। ন্যয়ারের দাবি, জার্মানি এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার। বাকি ম্যাচে নিজেকে উজাড় করে দিতে চান ন্যয়ার।

মাঠে ময়দানে

20 June, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

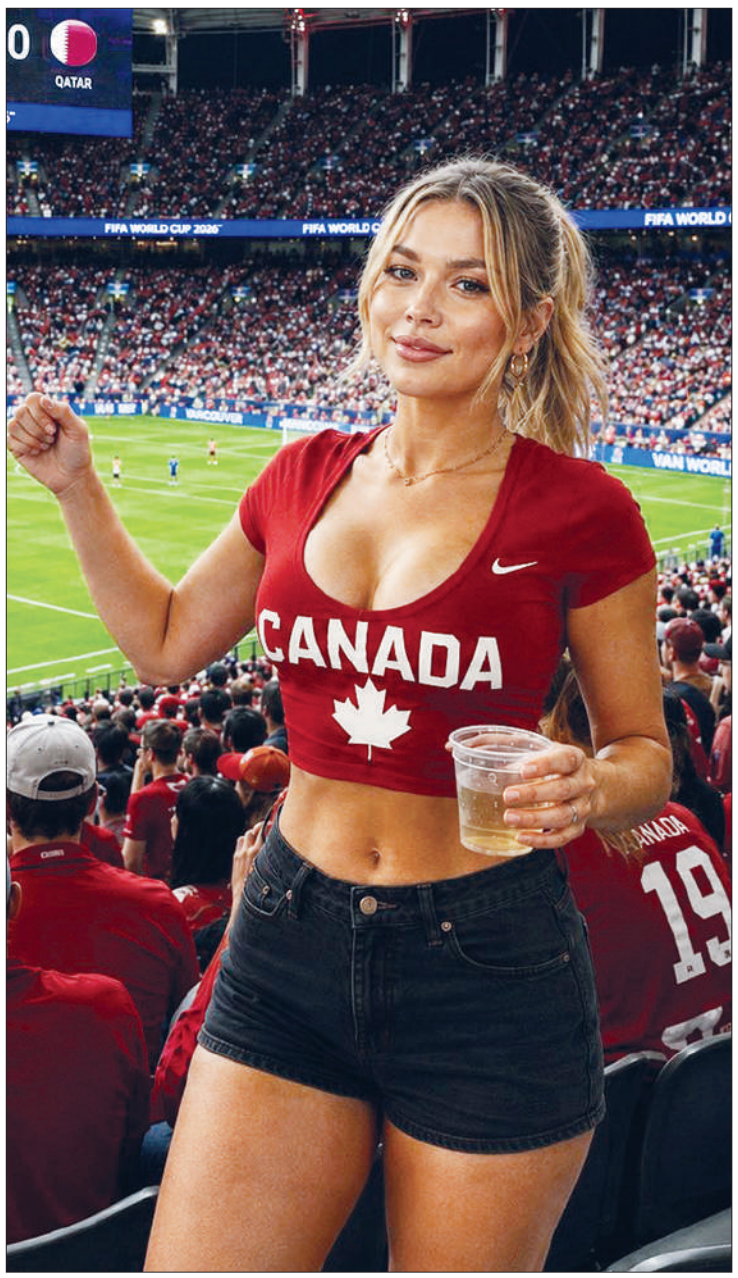

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

20 June, 2026 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
২০ জুন ২০২৬
শনিবার

জামাই আদরের নতুন-পুরাতন

রূপ বদল হলেও আজও রসনাতে একই রয়ে গেছে বাঙালির অতিপ্রিয় পার্বণ জামাইষষ্ঠী। আড়ম্বরে, আপ্যায়নে নির্দশনে এই ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রথাটির জুড়ি মেলা ভার। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে আধুনিকীকরণ। কিন্তু নির্মল আনন্দ একই রয়ে গেছে। আজ জামাইষষ্ঠী। এই নিয়ে লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

'বারো মাসে তেরো পার্বণ'— বাঙালির এই চেনা প্রবাদের তালিকায় জামাইষষ্ঠীর স্থান ঠিক কতটা উঁচুতে তা যে কোনও বিবাহিত বাঙালি মাত্রই জানেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পালিত হয় জামাইষষ্ঠী।

সেকালে জামাইষষ্ঠী মানেই ছিল একটা ছোটখাটো বিয়ে বাড়ির পরিবেশ। উৎসবের অন্তত দিন সাতেক আগে থেকেই শ্বশুরবাড়িতে সাজসজ্জা এবং প্রস্তুতির ধুম পড়ে যেত। একান্নবর্তী পরিবারের এক অনাবিল হুল্লোড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

সে-যুগের জামাই আপ্যায়ন

সে-যুগে আজকের মতো দ্রুতগামী গাড়ি ছিল না। জামাই আসতেন দূর-দূরান্ত থেকে পালকি, গরুর গাড়ি কিংবা নৌকা করে। গন্তব্য অনুযায়ী শ্যালক-শালিকা ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন কলার ভেলা বা পালকি নিয়ে অপেক্ষা করতেন। জামাই পা রাখতেই চারিদিকে শাঁকের আওয়াজ আর উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত।

বরণ ও মাঙ্গলিক আচার

জামাইষষ্ঠীর দিন সকালে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জামাইকে পিঁড়িতে বসিয়ে শাশুড়ি মা বরণ করতেন। বাঁশপাতা, করমচা, আম্রপল্লব এবং সুতো দিয়ে বাঁধা ষষ্ঠীর বাটা জামাইয়ের কপালে ছুঁয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করা হত। তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করার রেওয়াজ ছিল বাধ্যতামূলক, যা আদরের এক পরম নিদর্শন।

সেকালে রাজকীয় খাওয়াদাওয়া

সেকালের ভোজ মানেই ছিল খাঁটি লৌকিক বাঙালি স্বাদের সমাহার। রান্নার প্রস্তুতি শুরু হত ভোর রাত্রি থেকে। বাড়ির গিন্নিরা নিজেরাই মশলা বেটে, তরকারি কুটে কাঠের উনুনে রান্নার প্রস্তুতি নিতেন।

ফলাহার

দুপুরের ভোজের আগে সকালে হত ফলাহার। কাঁসার থালা-ভরে দেওয়া হত ল্যাংড়া বা হিমসাগর আম, কাঁঠাল, লিচু, কালোজাম। সঙ্গে থাকত বাড়ির তৈরি ঘন ক্ষীর, রসকদম্ব এবং ছানার মিষ্টি।

দুপুরের পঞ্চব্যঞ্জন ভোজ

দুপুরের খাওয়া হত মেঝেতে। আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসিয়ে বিশাল কাঁসার থালার চারপাশে সাজানো থাকত ছোট-বড় বাটি। হরেক কিসিমের পদ দিয়ে সাজানো হত জামাই বাবাজীবনের থালা। গোবিন্দভোগ বা বাসন্তী চালের গরম ঘি-ভাত ও সুগন্ধী পোলাও, কচি পাঁঠার মাংসের লাল ঝোল যা রান্নার জন্য দূরবর্তী হাট থেকে খাসি কিনে আনা হত। পদ্মার ইলিশ, সরষে ইলিশ বা ভাপা এবং গলদা চিংড়ির মালাইকারি, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগ ডাল, চাকা-চাকা করে কাটা বেগুন ভাজা, পটল ভাজা-সহ বৈচিত্র্যময় সব ভাজা থরে থরে সাজিয়ে রাখা হত জামাইয়ের থালার চারপাশে। কাঁচা আমের চাটনি, পাঁপড় এবং রাজকীয় মিষ্টি হিসেবে ক্ষীর, পায়েস বা সীতাভোগ মিহিদানা থাকতই থাকত।

শ্বশুরবাড়ির আভিজাত্য এবং জামাই আদরের চরম নিদর্শন বোঝাতে কোনও কোনও পরিবারে ষোড়শোপচারে থরে থরে সাজানো পদের এলাহি আয়োজন থাকত।

আসন ও পাত্রের আভিজাত্য

দুপুরের ভোজের জন্য মেঝেতে চন্দন কাঠের পিঁড়ি পেতে তার চারপাশে আলপনা দেওয়া হত। জামাইকে বসানো হত মখমলের বা গরদের আসনে। সামনে সাজানো থাকত বিশাল একটি কাঁসার থালা। যার পোশাকি নাম ছিল মেটে কাঁসা। তার চারপাশে অন্তত ষোলটি ছোট বড় কাঁসার বাটি। পাশে থাকতো রুপো বা কাঁসার ঘটিতে সুগন্ধী ডাবের জল।

ষোড়শোপচার বা ষোলোটি পদ

কাঁসার থালার কেন্দ্রে সুগন্ধী গোবিন্দ ভোগ চালের সাদা ধবধবে ভাত ও তার ওপর এক চামচ গাওয়া ঘি এবং এক টুকরো গন্ধরাজ লেবু দিয়ে ভোজ শুরু হত। এরপর সুদৃশ্য বাটিগুলো থেকে একে একে পরিবেশিত হত রাজকীয় সব পদ।

ভাজা ও ডালের প্রারম্ভিক পর্ব

ঝিরিঝিরি আলুভাজা, পটলভাজা, কাঁকরোলভাজা, কুমড়োভাজা, বড়িভাজা, গোটাশুদ্ধ বেগুন ভাজা, কুমড়ো ফুলের বড়া, ডালের বড়া, নারকেল ভাজা, বরবটি ভাজা, দুধ শুক্তো, সোনামুখ ডাল, পটল চিংড়ি, এঁচোড়-চিংড়ি, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, কচু পাতার চিংড়ি, তোপসে মাছ ভাজা, রুই বা ভেটকির কালিয়া, চিতল মাছের মুইঠা, ভেটকির পাতুরি, জাফরানি পোলাও, রেওয়াজি পাঁঠার মাংস।

এছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসের টাটকা কাঁচা আমের চাটনি, পাঁপড় ভাজা দিয়ে জম্পেশ ভোজ সারতেন জামাইরা।

পরিবেশনের রীতি

শাশুড়ি মা বা বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা নিজে জামাইয়ের পাশে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে পরম স্নেহে একে একে রান্নার পদগুলো পরিবেশন করতেন। জামাইয়ের কোনও বাটি খালি হওয়া মাত্রই জোর করে আবার ঢেলে দেওয়া হত। জামাইবাবুর পেট ভরে গেছে বললেও শাশুড়ি মা শুনতেন না। তিনি পরম স্নেহে বলতেন—"'জকের দিনে না বললে মা ষষ্ঠী অসন্তুষ্ট হবেন।'

শ্যালক-শালিকারা আড়াল থেকে দেখত জামাইবাবু সব পদ শেষ করতে পারছেন কি না, যা নিয়ে চলত মিষ্টি-মধুর খুনসুটি।

শ্যালক-শালিকাদের লবণ লঙ্কার রসিকতা

খাওয়ার সময় বাড়ির ছোটরা ও শালিকারা আড়ালে দাঁড়িয়ে জামাইয়ের খাওয়ার ধরন লক্ষ্য করত। অনেক সময় জামাইবাবুকে একটু বিপাকে ফেলতে ডালের বাটিতে লঙ্কার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হত। কিংবা চাটনিতে একটু বেশি নুন মিশিয়ে দেওয়া হত। জামাইবাবু ঝালের চোটে লাল হয়ে গেলেও লজ্জায় কিছু বলতে পারতেন না আর তাই দেখে আড়ালে হাসির রোল উঠত।

শেষ পাত ও পানের আভিজাত্য

ষোড়শোপচারের একেবারে শেষে যখন সুগন্ধী জর্দা-পান মুখে দেওয়া হত, তখন জামাইবাবুর ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশেষ আয়োজন থাকত। পানের সঙ্গে দেওয়া হত রুপোর খিল বা সুদৃশ্য খিলদান। পান মুখে চিবোতে চিবোতে জামাইবাবু যখন তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেন তখনই কেবল শাশুড়ি মা ও বাড়ির গিন্নিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। জামাইষষ্ঠীতে জামাইকে খাওয়ানোর এবং মিষ্টি নিয়ে মজার মজার কায়দায় ঠকানো বা পরীক্ষা করা নিয়ে বহু প্রচলিত লোকগাথা রয়েছে। তখনকার দিনে শ্বশুরবাড়ির শ্যালক-শালিকা এবং শাশুড়ি মায়েরা জামাইয়ের রসনা বিলাসের পাশাপাশি কিছুটা কৌতুক করার সুযোগও ছাড়তেন না।

(এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 June, 2026 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

জামাই আদরের নতুন-পুরাতন

(১৭ পাতার পর)

জলভরা সন্দেশে জামাই ঠকানো

সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় মিষ্টির কাহিনিটি জড়িয়ে আছে হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার বাড়ির সঙ্গে। ১৮১৮ সালের দিকে জমিদার বাড়ির প্রথম জামাইষষ্ঠীর আয়োজন চলছিল। অন্দরমহলের নারীদের সুপ্ত ইচ্ছা ছিল এমন এক মিষ্টি তৈরি করা, যা খেতে গিয়ে জামাই বাবাজীবন একেবারে অপ্রস্তুত বা বেকুব বনে যাবেন অথচ রাগও করতে পারবেন না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তলব করা হল চন্দননগরের বিখ্যাত ময়রা সূর্যকুমার মোদককে। তিনি সারারাত চিন্তা করে ছুতোর দিয়ে একটি বিশেষ ছাঁচ তৈরি করলেন। কড়া পাকের সন্দেশের ভেতরে সুগন্ধী গোলাপজল ভরে দিয়ে তৈরি হল এক ঢাউস আকারের মিষ্টি। যা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, যে ভেতরে জল আছে। জামাইষষ্ঠীর দিন জামাই সোৎসাহে সেই সন্দেশে কামড় দিতেই ভেতরের গোলাপজল ছিটকে এসে তার দামি গরদের পাঞ্জাবি ভিজিয়ে দিল। চারপাশ থেকে শ্যালক-শালিকাদের হাসির রোল উঠল। সেই রসিকতা থেকেই জন্ম হয়েছিল বিখ্যাত ‘জলভরা তালশাঁস’ সন্দেশ।

মনোহরা মিষ্টির রাজকীয় পরীক্ষা

মুর্শিদাবাদ এবং জনাইয়ের জমিদার বাড়ির পাড়ায় প্রচলিত ছিল ‘মনোহরা’ মিষ্টি নিয়ে আরেকটি কাহিনি।

জামাইষষ্ঠীর দুপুরে এলাহি ভোজের পর জামাই কতখানি মিষ্টি খেতে পারে তা পরীক্ষা করা হত। ময়রারা ছানার গোল্লা তৈরি করে তার ওপর চিনির রসের একটি শক্ত ও চকচকে আস্তরণ তৈরি করতেন যাতে মিষ্টির ভেতরের ছানা অনেকক্ষণ তাজা থাকে।

জামাইয়ের পাশে যখন এই মিষ্টি দেওয়া হত তখন চিনির সেই শক্ত খোলস ভাঙতে গিয়ে অনেক সময় জামাইয়ের হাত থেকে মিষ্টি পিছলে থালা থেকে বাইরে পড়ে যেত। আর তাই দেখে আড়ালে হাসাহাসি চলত।

আবার অনেক লোভী জামাই এই মিষ্টির স্বাদে মোহিত হয়ে একসঙ্গে চার-পাঁচটি ঢাউস মনোহারা খেয়ে ফেলতেন। যা দেখে শাশুড়িরা বুঝবেন জামাইয়ের মন সত্যিই ‘হরণ’ করা গেছে।

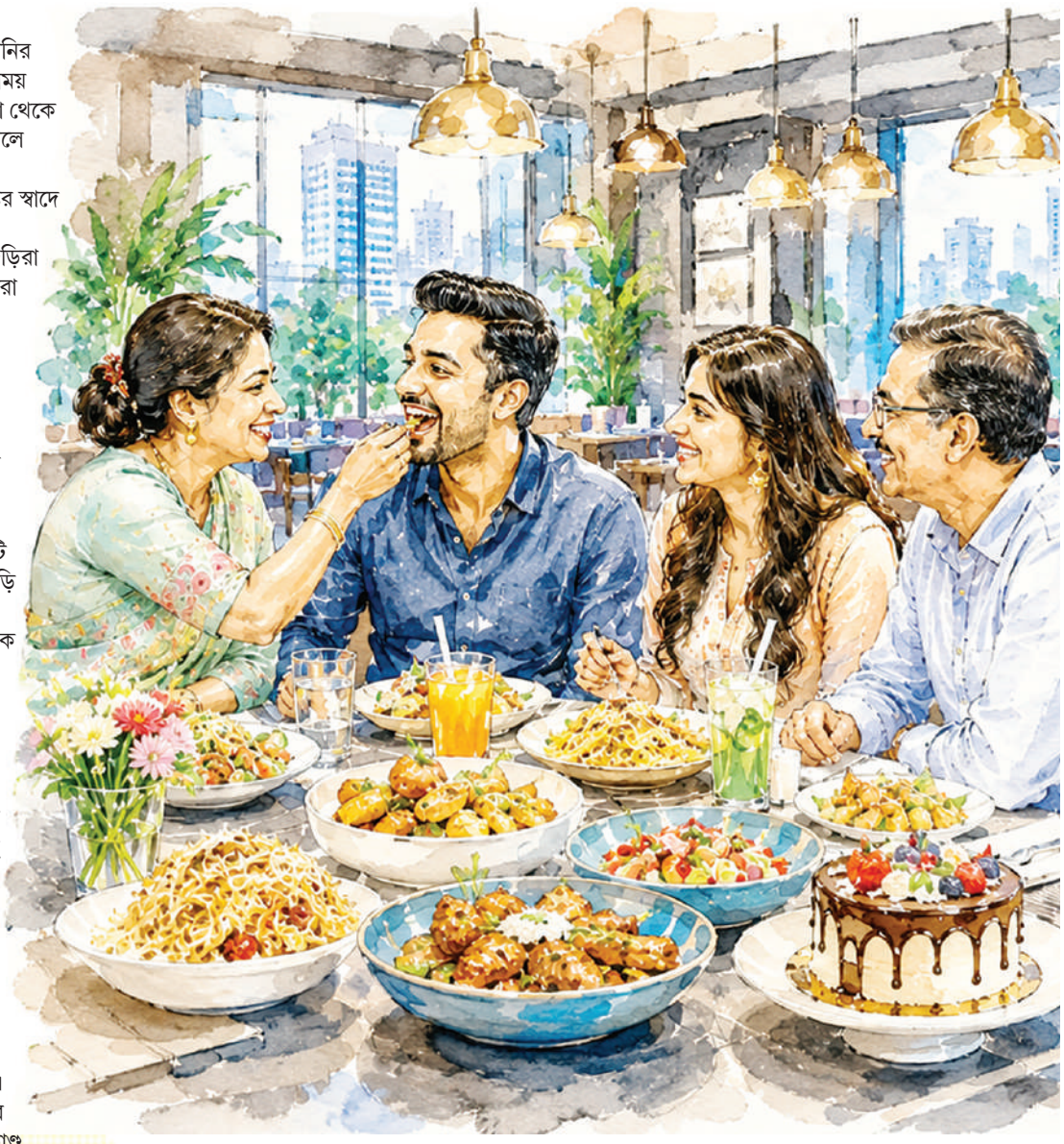

একহাঁড়ি মিষ্টির দরাদরি ও উশুল পর্ব

সেকালে আজকের মতো প্লাস্টিকের বাক্স ছিল না। মিষ্টি আসত মাটির চিত্রে আঁকা হাঁড়িতে করে, জামাইবাবু যখন দূর গ্রাম থেকে আসতেন তাঁর আত্মসম্মানের একটি বড় জায়গা ছিল তিনি কত বড় মিষ্টির হাঁড়ি এনেছেন।

লোকমুখে প্রচলিত গল্প অনুযায়ী, অনেক কৃপণ বা চতুর জামাই সকাল বেলা কষ্ট করে একটি বড় হাঁড়ি-ভর্তি ভালো মিষ্টি শাশুড়ির হাতে দিয়ে প্রণাম সারতেন। কিন্তু মনের ভেতর হিসাব করতেন যে এই মিষ্টির দাম উশুল করতে দুপুরে অন্তত দুটো বড় ইলিশের পেটি আর কচি পাঁঠার মাংসের চার বাটি ঝোল চেঁছেপুঁছে খেতে হবে।

দুপুরবেলা জামাইয়ের এই বিপুল খাওয়ার বহর দেখে বাড়ির ছোটরা আড়ালে ছড়া কাটত—

‘মিষ্টির হাঁড়ি সস্তা ওজনে খাবে বস্তা।’

ক্ষীর দিয়ে তৈরি নকল ফল

জৈষ্ঠ মাস মানেই আম কাঁঠালের মরশুম। সেকালে জামাইষষ্ঠীর সকালে ফলাহারের থালায় আমের পাশাপাশি এক অভিনব কাণ্ড করা হত। ময়রা দিয়ে খাঁটি ক্ষীর-ছানা দিয়ে হুবহু ল্যাংড়া আম, লিচু বা কাঁঠালের কোয়ার মতো দেখতে মিষ্টি তৈরি করানো হত।

জামাই খেতে গিয়ে বুঝলেন যেটা তিনি কামড় দিয়েছেন সেটা আসলে রাজকীয় ক্ষীরের তৈরি মিষ্টি। এই সূক্ষ্ম কারুকার্য ও চমক সেকালের জামাইষষ্ঠীর অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল।

সেকালের মিষ্টির এই গল্পগুলো কিন্তু নিছক খাওয়ার বিষয় ছিল না। এর পেছনে লুকিয়ে থাকত শ্বশুরবাড়ির মান-অভিমান, খুনসুটি, আর নিটোল নির্মল পারিবারিক ভালোবাসার এক আবহমান বাঙালি ঐতিহ্য।

কর্পোরেট জামাই আদর

একালের যান্ত্রিক এবং ব্যস্ত জীবনে জামাইষষ্ঠীর সেই চেনা ক্যানভাসে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। অণু পরিবার আর সময়ের অভাবে শাশুড়ি মায়ের হেঁশেলের সেই দীর্ঘদিনের ব্যস্ততা আজ অনেকটাই ম্লান। তার জায়গা করে নিয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর রাজকীয় বুফে অথবা বিশেষ মেনু কিংবা ফুড অ্যাপ-এর চটজলদি ডেলিভারি।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে কর্মব্যস্ত জীবন এবং সময়ের অভাবে জামাইষষ্ঠীর সেই দীর্ঘ আয়োজন এখন অনেকটাই সংকুচিত।

সাত-দশ দিন আগে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে জামাইষষ্ঠীর মজা উপভোগ করার উপায় আর নেই। তাই এ-যুগের জামাইরা নিয়মরক্ষার্থে দিনের দিন আসেন। কেউ ছুটির অভাবে সেটাও পারেন না। অন্য কোনও ছুটির দিন দেখে হয়তো নিয়মরক্ষা করেন।

প্রতীকী আচার

ব্যস্ততার কারণে আধুনিক শাশুড়ি মায়েরাও বরণের আচারগুলো খুব সংক্ষেপে প্রতীকী উপায়ে ড্রয়িং রুমের সোফায় বসেই বা ঘরে বসে সেরে নেন।

তালপাতার পাখার জায়গা নিয়েছে এসি বা ইলেকট্রিক ফ্যান। উপহার বিনিময় হিসেবে ধুতি-পাঞ্জাবির বদলে ব্র্যান্ডেড শার্ট, ট্রাউজার্স বা গ্যাজেট বেশি প্রাধান্য পায়।

ভূরিভোজেও পরিবর্তন

একালের স্বাস্থ্যসচেতন জামাইয়েরা খুবই বুঝেসুঝে মেপে খাওয়া-দাওয়া সারেন। আর শাশুড়ি মায়েদেরও সেকালের মতো চড়া রোদে রান্নাঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘেমেনেয়ে রান্নাবান্নার দিন শেষ। এখন জামাইষষ্ঠীর স্পেশ্যাল মেনুর জন্য নামী বুফে রেস্তোরাঁ বা ক্যাটারিং সার্ভিসের ওপর ভরসা করা হয়। ঐতিহ্যবাহী মেনুর পাশাপাশি এখানের সময় জায়গা করে নিয়েছে মটন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ কিংবা চাইনিজ ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন। মিষ্টির ক্ষেত্রেও এসেছে বদল। রসগোল্লার জায়গা নিয়েছে বেকড রসগোল্লা, আইসক্রিম, সন্দেশ, চকোলেট মিষ্টি, ফিউশন মিষ্টি। ডায়েট সচেতন জামাইদের জন্য ফল ও আমের পরিমাণও থাকে মেপে।

মেদহীন আন্তরিকতা বনাম আধুনিকতা

সেকালের জামাইষষ্ঠীর মধ্যে একটা আতিশয্য সতেজতা যৌথ পরিবারের কোলাহল এবং খাঁটি ভালবাসার প্রকাশ ছিল। রান্নার পদে পদে জড়িয়ে থাকত শাশুড়ির হাতের জাদু।

অন্যদিকে, একালের জামাইষষ্ঠী হয়তো কিছুটা কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। কিন্তু এর মধ্যেও আন্তরিকতার খামতি নেই। ব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি ভুলে একটি দিন জামাই ও শ্বশুরবাড়ির মানুষজন একে অপরকে সময় দেন, উপহার বিনিময় করেন এবং একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন। যুগের এই বিবর্তনে উৎসবের জৌলুস ও উদযাপনের ধরন হয়তো বদলেছে। কিন্তু যা আজও এক ফোঁটাও বদলায়নি তা হল মেয়ে-জামাইকে ঘিরে শ্বশুরবাড়ির সেই চিরাচরিত স্নেহ-ভালোবাসা আর নিখাদ বাঙালিয়ানা। তাই রূপ বদলালেও বাঙালির এই চিরায়ত উৎসবটি জামাই ও শ্বশুরবাড়ির মধুর সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

20 June, 2026 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২০ জুন ২০২৬
শনিবার

যোগে মুক্তি রোগভোগের

যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে করতে কোনও নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন হয় না। যোগাভ্যাস কোনও চাপিয়ে দেবার বিষয় নয়। হাজার হাজার বছর আগে এর উৎপত্তি। শরীরে জমে থাকা দীর্ঘদিনের টক্সিনের মুক্তি থেকে নানা অসুখবিসুখ, শরীর-মন ও আত্মার একত্রকরণের সবটাই হল 'যোগ'। যোগ আমাদের নিত্যচর্চার অঙ্গ। যোগই জীবন। নিজেকে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখতে সারাবছর করুন যোগাভ্যাস। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে ভারতে যোগের উৎপত্তি। ভারতীয় জীবনচর্চা, সংস্কৃতি, রহন-সহন, মরণ-বাঁচন সবকিছুর সঙ্গে যোগ জড়িয়ে রয়েছে আজন্মকাল। যোগ ভারতীয় সভ্যতার চিন্তা-চেতনার রসদ। যোগের গুরুত্ব সবসময়ই ছিল। যোগ শব্দটি সর্বপ্রথম প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং যোগচর্চার একটি ঐতিহাসিক, শিক্ষাগত ও ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপট রয়েছে। যোগ শব্দটি সংস্কৃত যুজ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মিলন। মন ও দেহের এই মিলনই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে তুলে ধরে। আমাদের ব্যস্ততম জীবনে, প্রতিমুহূর্তের স্ট্রাগলের ফলে অন্যান্য জীবের সঙ্গে পরমা প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আত্মার সঙ্গে আমরা সংযোগ হারিয়ে ফেলি। কেবল সঠিক উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি ও বিশ্বচেতনাকে বুঝতে, সেই চেতনার সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে পারি। সেটাই যোগ। প্রাণায়াম-এর নিয়ন্ত্রিত যৌগিক শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের জীবনীশক্তিকে উদ্দীপিত করে।

বেদ, উপনিষদে

পূর্ব বৈদিক যুগ অর্থাৎ ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বের আগে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে বিভিন্ন যোগমুদ্রার ছবিও পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতায়ও যোগের অস্তিত্ব মেলে। সেই সময়ের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও জীবাশ্মগুলিতে দেখা যায় নানা মুদ্রায় ধ্যানমগ্ন মানুষকে। বৈদিক যুগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও যোগাভ্যাস করা হত। অথর্ব বেদেও যোগ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। ১০৮টি উপনিষদের মধ্যে ২০টি যোগ উপনিষদ রয়েছে। যেখানে যোগের ধরন, নিয়মাবলি, সময়, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার পদ্ধতি-সহ একাধিক বিষয়ে বলা হয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের ধর্মদর্শনে যে মুক্তির কথা বলা হয়েছে, সেখানেও যোগের উল্লেখ রয়েছে। পরের দিকে ভগবত গীতায় নানা ধরনের যোগের কথা বলা হয়। সেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ, রাজযোগের কথা বলেছেন। মনের মধ্যে একাগ্রতাই যোগের লক্ষণ।

পতঞ্জলির অষ্ঠাঙ্গ যোগ

মহর্ষি পতঞ্জলিকেই যোগচর্চার জনক বলা হয়। তিনিই প্রথম সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যোগচর্চা শুরু করেন। ১৯৫টি সূত্রকে একত্রিত করে যোগকে একটি সংক্ষিপ্ত আকার দেন। পতঞ্জলির যোগদর্শন রাজযোগ নামেই পরিচিত। এর মোট আটটি শাখা আছে যাকে বলা হয় অষ্ঠাঙ্গ যোগ- যম (সামাজিক আচরণ বিধি), নিয়ম (ব্যক্তিগত বিধি বা আত্ম পালন), আসন (শারীরিক ভঙ্গি), প্রাণায়াম (শ্বাস-প্রশ্বাসের বিধি), প্রত্যাহার (অনাসক্তি বা ইন্দ্রীয়ের প্রত্যাহার), ধারণ (মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা), ধ্যান (মনন) সমাধি (পরম উপলব্ধি) পতঞ্জলির মতে মানুষের মনের যাতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ মনের অস্থিরতা। মন যখন শান্ত এবং স্থির তখনই কেবল সত্যের প্রকাশ ঘটে। তাই পতঞ্জলি যোগের লক্ষ্য হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা মনের অস্থিরতাকে থামিয়ে আত্মোপলব্ধি অর্জন করা। পরবর্তীতে গুরু আদি শংকরাচার্য রাজযোগ, কর্মযোগের সঙ্গে জ্ঞানযোগের কথা বলেছেন।

এরপর আধুনিক যুগ বিশেষ করে ১৮৬৩ সালের পরের দিকে যোগ আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি লাভ করে।এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর কাছে যোগকে পৌঁছে দেন। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতেও দেশের সঙ্গে বিদেশ সমান জনপ্রিয় যোগ।

(এরপর ২০ পাতায়)

কপালভাতি

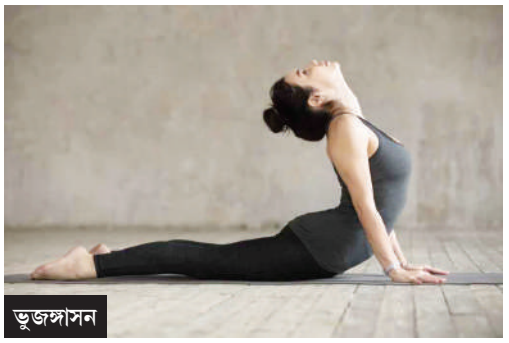
ভুজঙ্গাসন

অনুলোম-বিলোম

চক্রাসন

যোগে মুক্তি রোগভোগের

(১৯ পাতার পর)

যোগার বহুমুখী উপকারিতা

যোগাসনের নিয়মিত অনুশীলন শারীরিক শক্তি ও নমনীয়তা বাড়ায়, স্নায়ু ও মনকে শান্ত করে। পেশি, অস্থিসন্ধি, ত্বক, শরীর ও মস্তিষ্কের সার্বিক ক্রিয়াশীলতা বাড়ায়। রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। পেশির চাপ ধরে রাখে প্রতি সেকেন্ডে। নিয়মিত যোগব্যায়াম রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয়। অস্থিসন্ধির সঞ্চালন সহজ হয়, পেশির গতিশীলতা বাড়ায়,আড়ষ্টতা দূর হয়, নমনীয়তা বাড়ে। অনেকগুলো আসন স্থিরভাবে ধরে রাখলে মনের সহনশীলতা বাড়ে। হাড় ক্ষয় প্রতিরোধে সাহায্য করে যোগাসন। দীর্ঘমেয়াদিভাবে পিঠের ব্যথা হ্রাস করে এবং অঙ্গবিন্যাসের উন্নতি করে। রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি, শ্বাসের উপর মনকে কেন্দ্রীভূত করার এই সম্মিলিত ক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে। নিয়মিত যোগাভ্যাস দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ায় মানসিক চাপ সম্পূর্ণ কমায়। যোগব্যায়াম রক্তে কর্টিসলের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়, যা মানসিক চাপের জন্য প্রধানত দায়ী। এটি শরীরের 'ফাইট অর ফ্লাইট' প্রতিক্রিয়া থামিয়ে 'রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট' সিস্টেমকে সচল করে, যার ফলে হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়। যোগাসন আপনাকে বর্তমান মুহূর্তে বাঁচতে শেখায়। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মনের দুশ্চিন্তা ও অতিরিক্ত চিন্তা দূর হয়। ফিল-গুড হরমোনের বৃদ্ধি করে। শরীরে এন্ডোরফিন এবং গাবা-র মতো রাসায়নিকের উৎপাদন বাড়ায়, যা মেজাজ ভালো করতে এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে।

মনোযোগ ও কর্মশক্তির বাড়ায় এবং প্রশান্তি ও সুস্থতার অনুভূতি বৃদ্ধি।

যেসব আসনে মন চাঙ্গা হয়

যষ্টিকাসন : মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন, পা দুটি সোজা করে ও পায়ের পাতা একসঙ্গে রাখুন। হাত দুটো মাথার উপরে এমনভাবে প্রসারিত করুন যেন সেগুলো একে অপরের সমান্তরালে মাটিতে থাকে। এই অবস্থান থেকে, শ্বাস নিন এবং আপনার শরীরকে যতটা সম্ভব লম্বা করে প্রসারিত করুন, আপনার আঙুল এবং পায়ের আঙুল দিয়ে এমনভাবে প্রসারিত করুন যেন আপনি আপনার শরীরের দুই প্রান্তের কোনও কিছু ধরার চেষ্টা করছেন। পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং গভীরভাবে শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন এবং দুই থেকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করুন। এই আসন মানসিক চাপ কমায়, পেশি শিথিল করে এবং শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।

বিপরীতকরণী : একটি দেয়ালের একদম কাছে দেয়ালের দিক করে সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। এই অবস্থানে পা দুটিকে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে সোজা উপরে প্রসারিত করুন, পায়ের পাতা দুটি একসঙ্গে জোড়া থাকবে। কোমরের নীচ থেকে পা পুরোটা দেওয়ালে লেগে থাকবে। যদি আপনার শরীরের নিচের অংশে কোনও জড়তা থাকে, তবে কোমর দেয়াল থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে সরাতে পারেন। আপনার হাত দুটি শরীরের পাশে সমান্তরালে শিথিলভাবে রাখুন, হাতের তালু উপরের দিকে থাকবে এবং এক থেকে পাঁচ মিনিট ধরে রাখুন। এটি রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং ক্লান্তি দূর করে মনের চাপ কমায়।

জানু শীর্ষাসন : মেঝেতে পা দুটি সামনে প্রসারিত করে বসুন। আপনার ডান হাঁটু ভাঁজ করে ডান পা-টি বাম উরুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে, উপরের দিকে শরীর প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত মাথার উপর দিয়ে প্রসারিত করুন। শ্বাস ছাড়ুন এবং কোমর থেকে বাম পায়ের উপর ঝুঁকে পড়ুন, ঘাড় সোজা ও কাঁধ শিথিল রাখুন। আপনার বাম পায়ের যতটা পর্যন্ত হাত পৌঁছাতে পারে সেখানে আরাম করে হাত রাখুন নিজের শরীরের কথা শুনুন এবং যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেখানে থামুন। শ্বাস নেওয়ার সময় আপনার মেরুদণ্ড আরও প্রসারিত করুন এবং শ্বাস ছাড়ার সময় পায়ের উপর আরও ঝুঁকে পড়ুন। ১০ থেকে ৬০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। ছেড়ে দিন এবং বিপরীত পা প্রসারিত করে পুনরাবৃত্তি করুন। মানসিক চাপ ও উদ্বেগে, অতিরিক্ত চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়, মন শান্ত করে এই আসন।

জানুশীর্ষাসন

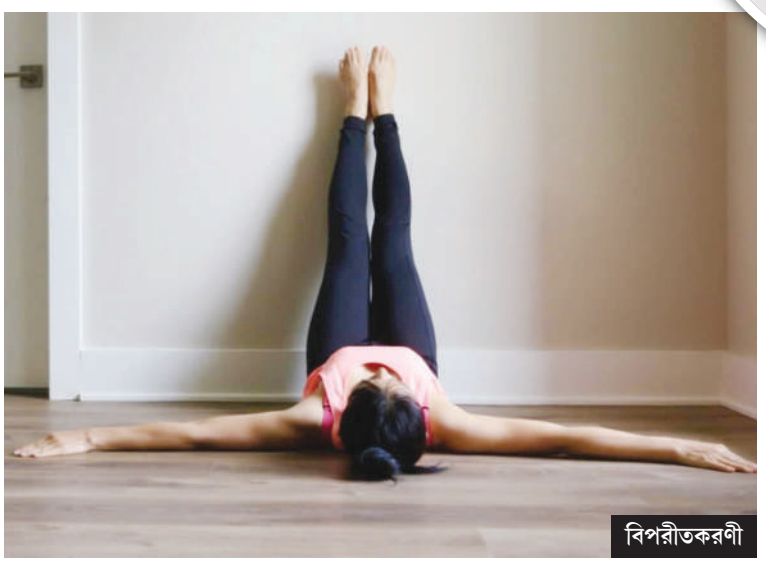
বিপরীতকরণী

যেসব আসনে শরীর চাঙ্গা হয়

চক্রাসন : পায়ের মাঝখানে কাঁধের থেকে দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়ুন। পা ভাঁজ করে এমন ভাবে রাখুন, যাতে নিতম্বের সঙ্গে গোড়ালির স্পর্শ লাগে। দুই হাত উপরে তুলে মাথার দু-পাশে হাতের তালু দুটি রাখুন। দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে প্রথমে নিতম্ব ও কোমর উপরে তুলুন। হাতে ভর রেখে পিঠ ও মাথা উপরে তুলে ফেলুন। আসন থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার সময়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পিঠ ও তার পরে কোমর নামিয়ে নিন। দৈনিক ২ থেকে ৫ বার এটি করুন।

একটি দুর্দান্ত ব্যাক-বেন্ডিং যোগাসন, যা মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়ায়, হাত ও পায়ের পেশি শক্তিশালী করে, হজমশক্তি উন্নত করে এবং বুক প্রসারিত করে ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বালাসন : এই আসনকে 'শিশুর ভঙ্গি'ও বলা হয়। এই আসনটি করতে প্রথমে মাদুরের উপর হাঁটু মুড়ে বসুন। এবার শ্বাস নিয়ে হাত দুটি মাথার উপর রাখুন। শ্বাস ছেড়ে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে বেঁকান। মাটিতে কপাল ঠেকান। নিতম্ব রাখুন গোড়ালির উপরে। এই ভঙ্গিতে কিছু ক্ষণ থাকুন। তবে খেয়াল রাখুন, পিঠ যাতে না বেঁকে যায়।এই আসন পিঠ, ঘাড় ও কাঁধের পেশি শিথিল করে,মানসিক চাপ ও ক্লান্তি দূর করে। পেটের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মৃদু ম্যাসাজে বাড়ে হজমশক্তি।

ভুজঙ্গাসন : ম্যাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা সোজা এবং পায়ের পাতাদুটো একত্রে জোড়া রাখুন। দুই হাতের তালু ঠিক কাঁধের নিচে মেঝের ওপর রাখুন। কনুই দুটো শরীরের সমান্তরালে থাকবে। গভীর শ্বাস নিয়ে হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে থুতনি, মাথা, বুক ও পেটের ওপরের অংশ উপরের দিকে তুলুন। খেয়াল রাখবেন নাভি যেন মেঝেতে ঠেকে থাকে। কাঁধ দুটো শিথিল ও কান থেকে দূরে রাখুন। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ১৫-৩০ সেকেন্ড এই ভঙ্গিতে থাকুন। ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বুক ও মাথা মেঝেতে নামিয়ে আনুন এবং বিশ্রামের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ুন।ভুজঙ্গ অর্থাৎ গোখর সাপের মতো ভঙ্গিমার মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়াতে এবং পিঠের পেশি শক্তিশালী করতে অত্যন্ত কার্যকর একটি যোগাসন। নিয়মিত এই আসনটি অভ্যাস করলে পিঠ ও কোমরের ব্যথা কমে, হজমশক্তি উন্নত হয়, বুক প্রসারিত হয়ে ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক চাপ ও ক্লান্তি দূর হতে সাহায্য করে।

যষ্টিকাসন

আসনটি করার সময় পেটে চাপ পড়ে, যা অতিরিক্ত ক্যালোরি ও মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

যেসব প্রাণায়ামে জব্দ সর্দি-কাশি, অনিদ্রা

কপালভাতি : মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা করে যে-কোনও সুবিধাজনক ভঙ্গিতে বসুন। দুই হাত জ্ঞান মুদ্রার ভঙ্গিতে রাখুন। এই প্রাণায়ামে স্বাভাবিক শ্বাস নিয়ে ছাড়ার সময় পেটের পেশির উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হবে। এই ভাবে দ্রুত লয়ে শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হবে ১০-২০ বার। ভস্ত্রিকা মন ও শরীরকে তাৎক্ষণিকভাবে সতেজ করে। শরীরকে টক্সিনমুক্ত করে। এটি সাইনাস, ব্রঙ্কাইটিস এবং অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় উপকারী। হজমশক্তি উন্নত করে, মনোযোগ বাড়ায়।

অনুলোম-বিলোম : অনামিকার আঙুল দিয়ে বা নাক চেপে ধরে ডান নাক দিয়ে শ্বাস নিন এবার ডান নাক বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ধরে রাখা শ্বাস বা নাক দিয়ে ছেড়ে দিন। এবার যে নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়লেন সেই নাক দিয়েই শ্বাস টানুন ওই নাক চেপে ধরে বিপরীত নাক দিয়ে আবার শ্বাস ছেড়ে দিন। অর্থাৎ একটি নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে অন্য নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়তে হয় এবং পুনরায় বিপরীত প্রক্রিয়ায় শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হয়। এটি ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর।

ধ্যান বা মেডিটেশন : ধ্যান বা মেডিটেশন যোগের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিজের মনকে শান্ত ও কেন্দ্রীভূত করার একটি সহজ প্রক্রিয়া। প্রতিদিন মাত্র যোগাসনের শেষে ১০ মিনিট ধ্যান করুন। একটি শান্ত ও আরামদায়ক জায়গা বেছে নিন। মেরুদণ্ড সোজা রেখে চেয়ারে, মেঝেতে পদ্মাসনে বা যে কোনও সুবিধাজনক ভঙ্গিতে বসুন। চোখ বন্ধ করুন। মনের মধ্যে যে চিন্তাই আসুক আসতে দিন। ধীরে ধীরে একটা সময় সেই চিন্তার স্তর সরে যাবে। কিছুই ভাবার প্রয়োজন তখন নেই। চুপ করে শরীর শিথিল করে বসুন। দশ থেকে পনেরো মিনিট। প্রথমেই হয়তো অতটা সময় বসতে পারবেন না নিয়মিত অভ্যাসে হয়ে যাবে।